

শিখি পাতি; আন ভূত, নিম্ন গতি, লেখনীয় যন্ত্র যৈ
সকল । শুনী দাস দেন আনি, কাগচ মসী লেখনী;
বায় লেখে বাঞ্ছিত কেবল ॥ সির নামা দেই শূন্যে,
কিঙ্কর করে সমুদ্রে, অর্পণ করেন রাজাগারে । দা
লে লয়ে যত্নে পাতি, বায় তুপতি বসতি, উপনিত
প্রথম যে দ্বারে ॥

অথ মননধের লিপি ক্রিটেশ্বর প্রাপ্তে প্রত্যুত্তর ।
পয়ার । দ্বারীরে জিজ্ঞাসি দাস রাজ পুরীযায় । উপ
নিত হইল ক্রিটেশ্বর যথায় ॥ নমস্কার করি করে যি
পি দিন দূত । অধ্যায়ন হেতু খুলিলেন রাজ মুত ॥

১০১। নি নতি বিনতি নতি অতি হৈ যতনে ।

১০২। কাঞ্চি তঅতিত গুণ শুবণ শুবণে ॥

১০৩। দিধ লা ত ক'ন নেত্রাববাদের ছেদ ॥

১০৪। গণিত বা ধিত কর বাকি বন্দ্য সেত ॥

১০৫। নির্মল শ শী রে অতি অসী কর দূর ॥

১০৬। যদ্যপি উদয় ত্রী মান হুত এ পুর ॥

১০৭। যথচিত উজ্জাশীত ম ন চিত হয় ।

১০৮। বিশেষত বাধিত জীব ন তিস্থানয় ॥

১০৯। অদ্যকার নিশাভাগে নিয় ম যে কালে ।

১১০। জামরা গৃহণে আশীবে য থ হলে ॥

১১১। জসম বাজারে বাসা লয় এই রা য় ।

১১২। আদ্য মন্ত মুক্তভাগে নামখান পা য় ॥

পত্র পাঠ করি রাজ পুত্র হরজিত । সঙ্গের কিঙ্করে
 ডাকি করেন বিদিত ॥ শুনহ ওহেদুত বচন আমার ।
 লিখন লিখনে প্রয়োজন নাহি আর ॥ বিকৃত হলেম
 আমি আমরণ লভে । নিশ্চয় বাইবো তথা অদ্য রজ
 নীতে ॥ কহ গিয়ে অনমথে এই নিবেদন । কানাক
 বে নারিলাম লিখিতে লিখন ॥ এতক বচন শুনি অ
 ননী কিঙ্কর । তথাহেতে গমন করিল সঙ্গ ॥ উপনি
 ত হৈল আমি অনমথ কাছে । জানাইল বিবরণ যা
 হানে কহেছে ॥ ক্রিষ্টেশ্বরের কৃপাক্রমে শুবণে আমার
 আনন্দ লাগরে অন ভাবে অনিবার ॥ মনে বিবেচ
 না করয় বিস্তর ॥ ভাবে বুকি ভাব হৈল পাইয়ে উ
 ভর ॥ বিধি বুকি অনুজল হলেন আমার । আ
 লয় পুষ্টিত হুদে দেখি অতি প্রসন্ন ॥ এতক চিন্তয়ে
 মনে ডাকেন কিঙ্করে । দিবা অসান হয় দেখে নজ
 রে ॥ বদ্যপী আইলে রাজ পুত্র রজনীতে । খাদ্য দু
 য় আয়োজন করহ তুরিতে ॥ এতক বচন শুনি অ
 ননী কিঙ্কর । নানা দ্রব্য আহরণ করয় বিস্তর ॥ থরে
 হৈম পাত্রে রাখিয়ে মতনে । কাড় ছোলাইয়া বা
 তি জালে অনুক্ষেপে ॥ স্নেহ মেজ চৌকি সাজায় বহু

মত। বসিবারে বত। অন রাখিলেক কত ॥ কিটকাট
 করি দাম দেখায় লম্বারে। আত্মা দিত হয়ে অতি ভা
 বয় অন্তরে ॥ কত কণে স্তম্ভ কণ হইবে আসার। কি
 টেশ্বরের আগমনে পবিত্রাগার ॥ ব্রজনী হইলো প্রা
 যতিন চারিদণ্ড। দামেবলে বিভ্রাহেত কর কত বাণ্ড
 অথ ক্রিষ্টেশ্বরের আগমনে মনন্থের মিলন।
 পরার। জন্মায় গাইয়ে সমস্ত উপয়ে আনি। আদি
 ত্যার গমনে শশী হলো প্রকাশী ॥ মেধি সুরে
 স্তম্ভ পত্র শরণ হয়। যাইতে হইলো মোরে মনন্থখা
 স্তম্ভ ॥ পরে মনোহর পোষাক যতনে। একা শকট
 স্তরে আরহণ গমনে ॥ উপনিভ হলো আসি মন
 রের বাসে। বসিলেন বতামনে পরম হরিষে ॥ প্রথ
 মত পরিচয় উভয়। জজ্ঞামে। ক্রিষ্টেশ্বর বুকিলেন
 রায়েত আশ্বমে ॥ ব্রণির ঘর হইল নিশ্চয় ঘটে।
 যদি বিপি মিলায়েরে তবে বড় ঘটে ॥ মনে ক্রিটে
 শ্বর করিয়ে মুকতি। গজত করি জ্ঞোঁতে জন্তহলে
 অতি ॥ পরে মনন্থ ক্রিষ্টেশ্বরে লয়ে যায়। আদ্য দু
 য় রাখিয়াছে সাজায়ে যথায় ॥ উভয়েতে হরষিতে
 করিল আহার। তাহুন কপূর খার মানস যাহার ॥
 কত মত উভয়ত কথন কখনে। হইল অধিক নিশী

দেখিল পদগণে ॥ সুরেন্দ্র জমার তবে জমারেরে কয়
অনুমতি দেহ মোরে যাই নিজালয় ॥ আর এক নি
বেদন করি তব স্থানে অবস্য যাইবে কল্য আশার ভ
বনে ॥ উভয়েতে যাতায়াতে যত সখ হয় । একা এক
লে ততধিক কতনো সঞ্চয় ॥ অতএব এক্ষেপেতে করি
হে গমন । মন বাসে বারে কিনা নৃপতি বন্দন । শুনি
য়ে স্বিকার পায় মনমথ রায় । মুঞ্জরীর সহদর হই
ল বিদায় ॥ রজনী প্রভাত কাল দেখিবে জমার । স্বা
ন পূজা করি দেব করিল আহার ॥ পরে পুনঃ কপি
হলো বিধুর উদয় । যাইলেন মনমথ সুরেন্দ্র আলয়
কিটেশ্বর দেখি তারে করি সমাদর । বসিবারে সিং
হাসন দিল অতঃপর ॥ উভয়ত কত মত প্রনয় প্রস
ঙ্গে । কিটেশ্বর লয়ে যায় রায় মনরঞ্জে ॥ আহারে
র আয়োজন করিছে যথায় । উপনিত হলো দাঁহে
জুখেতে তথায় ॥ নানা মতঃক্য দুক্যউত্কণে দুঃখনে
আচমন করি পরে কৈল সমাধানে ॥ সুখসুখী করি
ধীর চান অনুমতি । পিত্যাদা দি দরশনে আকিকন
অতি ॥ অনুজল হয়ে যদি যাঁতায়ান্ত কর । আনি হে
আনিবো হেতা করি অজিকা ॥ সুইজনে স্বিকার পা
ইল যাতায়াতে । অতঃপর বিদায় দিলেন মনমথ

জানায় আলিয়ে রায় চিত্তাকরেননে । যাঁতায়াত করি
হইবে কিছু দিনে ॥ তবে যদি ক্রিটেখর জনকে
রে কয় । বিবাহ হইতে পারে এহাতে নিশ্চয় ॥ ছে
ন কালে ক্রিটেখর আইল তথায় । কথন কথন করি
পুনঃ চলি যায় ॥ এই মত যাঁতায়াত উভয়েতে ক
রে । মনমথ ভাবিল বলিতে হলো মোরে ॥ বহু দি
ন হলো গত থাকিয়ে বিদেশে । কবু নাহি পূর্ণ হলো
জানায় মো জানবে ॥ শ্রীকৃষ্ণ বলে ছলে মুনহে মনমথ
জবুরেতে মেণ্ডা ফলে নাহি হও ভ্রাত ॥

অথ ক্রিটেখরের স্থানে মনমথের ছলে

বিবাহ প্রসঙ্গ ॥

পয়ার ॥ অদ্য যখন আনিবে সুরেন্দ্র তনয় ।
হলেতে কহিব তারে আসা যে আশয় ॥ যদি তাঁ হই
তে পোর হয় উপকার । তবেতো পূর্ণিত হবে বাসনা
আমার ॥ রচেন করি ॥ চেষ্টা নিজ সাধ্য মত । এ
কান্ত না পেনে তারে জীবনে আঘাত ॥ এই মত মন
মথ ভাবিতেছে বসে । ছেন কালে মুঞ্জরী অনুজ কা
ছে এসে ॥ অন্য আল পণ করি ধীর তারে কয় । তব
মনে যেই স্নাত হয়েছে প্রময় ॥ চির কাল রাখিতে
বাসনা হয় মনে । না রহিবে ছেন তাব হ স্থানে গর

নে ॥ একারণ শয়কতা করি আকিঞ্চন । অসিহন তা
হার রাহা নিধনে ফেঁসন ॥ একেণেতে অকিস্তি নী
হিক উপায় । মন সাদি রহে মনে কি করিবো হায়
বাল্য কালে বৈধৰ্মতা হলে অজ্ঞান । তনয় যত হু
য় আশার বাসনা ॥ জ্ঞানারের বাক্য শুনি কহে কি
চৈতন্য ॥ ছেন ভাবনা রহিবে হইলে অন্তর ॥ চিরক
ল প্রেম রূপ এই কল যাতে একেণে কলিক্য হয় তা
মারে করিতে ॥ এক মোরি অদত্যা আছয় সহদরা ১
উপযুক্ত পাত্রতাবে নাহি হন দার ২ ॥ ভবযত কল শু
ণ নাহি দেখি আর ৩ ॥ মিলেছে উত্তর বড় নিরুপাধি
কার ৪ ॥ দেখিব অদ্য গিয়ে কহিবো পিতামহ ৫ ॥ মনোনা
ত হলে বিস্তা দিবেন তোমায় ৬ ॥ তোমার বাসনা এ
তে আছে কিনা আছে ৭ ৥ স্বকপ কহিবে মোরে কব
পিতা কাছে ৮ ॥ শুনিষে আমারার বিনয়েতে কয় ৯ ৥
হয়েছে বয়সাতিক কিতা নাহি হয় ১০ ॥ মনঃপুত কন্যা
আমি নাহি খুঁয়ে পাই ১১ ৥ হইলে মনের মত হইবে
আনাই ১২ ॥ শুনি ক্রিষ্টের কম্বু রায় পুনঃ রায় ১৩ ॥ মনের
মত হবে তব দেখিলে তাহার ১৪ ॥ কপের মাধুরী কে
রি ভুলে যাবে মন ১৫ ॥ দাসী অভিনাবী তিলতমার বৈ

যুগ ॥ যদি মন জনকের হয় অনুমতি ॥ তোমারে যে
 থাকে আগ্রহে লুপ্ত জন্ততি ॥ তবে যদি মনে ধরে
 করিবে বিবাহ ॥ স্বিকার হলেম আমি নহিক মনে
 তব অন্যরূপে হলে ॥ আবারে মটক ॥ বাসি বিস্তার
 জাদী করিবে আটক ॥ শরণে শ্রীকণ্ঠ রায়াজিটে
 রে বলে ॥ গাছে কাঠাজ গোপে তৈল ডোয়াবা ফলে
 ॥ অথ জিটেখর কত্রিক মননধ এবং মুক্ত

দ্বিতীয় অধ্যায় ॥ দ্বিতীয় স্বয়ংক্রিয় ॥ ১ ॥ তৃত্যক ক
নির্মিত বিশদী। এত বলি ক্রিষ্টেখর স্বনামখে করিব
বিদায়ের অনুমতি চাহ ॥ অহা গিয়ে নিকেতন্য কি
বাগিত্তা সদন্য পরে বৈরা হয় অভিপ্রায় ॥ আনার
যে আকিঞ্চন্য হইয়েছে নৃপানন্দন্য এখন সে কি কথ
জানাই ॥ প্রজ্ঞাপাতর নির্ভক্তি থাকে যদি হে সধিকি
জানবেন যেমন বোলাই ॥ শুনি মনমথ কয়; সব
কি বলে কি হয়; আগে তার কর যোগাযোগ ॥ ক
থাতে সকলো আছে; ক যে সব দেখা গেছে; শিশু গ
ণে তোদের বিনে ভোগ ॥ এহা যদি পার রায়; এক
ব্রাত্রি দিব জাগ; বুবে সুখে সহদরা মনে। লখা বাক্য
ক্রিষ্টেখর পাইয়ে কাঠিন্দুর; কহে আমি চলেন ভ
রনে ॥ বিচ্ছে কেন কথাত্তর; কল্য আসি উদত্তর; ক

হিবে তোমারে সবিশেষ। এত বলি রাজ মুক্ত জন
 রের লয়ে নতঃ বান্ধে বান করিবারে শেখ ॥ প্রার্থে
 আপন বান্ধে জনক যথায় বসে কহে তাঁরে যোড়
 করি কর। আছে কিছু নিবেদন প্রকাশী তব অধন
 আসিয়াছে ভাল এক বর ॥ মিথিল নগর ধাম ফৌ
 গেয়া ভুগতি নাম তাঁর সূত নামে মনমথ। সর্বগুণে
 গুণান্বিত; সর্ব শাস্ত্র সুপাণ্ডিত; ধীর সান্ত দয়ালু
 মুত ॥ করনিয় ঘরঘটে; বিভাদিলে বড় ঘটে; যেবা
 তব হয় অনুমতি। শুবণে ভুগতি কয়; তোমার কি
 মত হয়; দিতে তারে মুঞ্জরী সজ্জতি ॥ রমি মনম
 গ্যপুত্র; উপযুক্ত দেখি পাত্র; দেখ্যারে হয় অভিপ্রা
 য়। জান তার সবিশেষ; যেন নাহি পায় কেশ, আর
 যেন জাতি রক্ষা পায় ॥ এত শুনি ক্রিষ্টেশ্বর; পিতা
 বে করে উত্তর, মম ইচ্ছা সেই জনে দিতে। ভৈরব
 উত্তম বর; মিলনে দেখি দুকর, নাহি পারোঘটকে
 আনিতে ॥ শুবণে মুরেত্র পতি; দিল গুণে অনুমতি
 যাও তবে দেখে এসো বরে। তোমার হলে পসর
 তাহে নাহি মোর সব, কর গিয়ে যেবা মনে বরে ॥
 কিন্তু একবলি কথা; যদ্যপি তোমার মাতা এসব
 করেন স্বিকার। মন্দরেতে গিয়ে আগেকা জানাও জননী

দাওঁ পৈ ধাফ্য কর হলে অভ্যস্তার ॥ পিতা বাক্য কি
 টেন্দ্রয় অকরে আসি সত্তর জননীকে কহে কর পুটে
 মিম্বিল গুণমাধী পতি নামে যোগে প্রভু পতি ত
 ব্রপাশ এসেছে বনিকটে ॥ নাম হই মনমথ; রত্ন রূপ
 গুণ যুক্ত, বয়ঃকন, অফাদশ হবে । করনিয় ঘর হইয়া
 কলীনেতে শেফট কয়; বংশধর ভুবরের সবে ॥ বড়
 ই মিনেছে ভাল; শরদ সনে কন্যাক্য আরে অদি কর
 কন্যা দলী ॥ থাকিবে পরমা সুখে, উপযুক্ত দেখিতা
 কে; রেখেছি আসেকি অনুমান ॥ তব মিত্তর রূপ
 ঠাকর করে ॥ পেরণ্য যৈব তব হয় অনুমতি ন
 কহিলে করি পসন; মিলিলে কি প্রয়োজন
 যাইতে হইবে নিধু গতি ॥ শুনি রানী পুত্রেক
 কপবাম যদি হয়; তবে আমি দেই কন্যা তারে ॥ যদি
 পার দেখাইতে, কোম হলে সে সহিতে, এই মোর
 হইল স্বিকারে ॥ শুনি ক্রিটেশ্বর কয়; তাম দেখাবো
 নিশ্চর; অদ্য রাতে আনিবে এখানে ॥ তাঁর আছে অ
 ভি প্রায়; দেখিতে তব কন্যায়; গুণ্য হলে আছেন
 গুহণে ॥ সে জন নহে সামান্য নৃপ মধ্যে হয় মান্য
 তকে আমি রেখেছি ভুলানে ॥ এবে চলিলাম তবে;
 সে জনে আনিতে হবে; শুভ কর্মে দেরি কি লাগিয়ে

এত বলি নৃপ সূতঃ হইল যুগ্মদ্বন্দ্বিতঃ চক্ষুঃশ্রবণ
 যুগ্মবাসে। আঃ পি শকটপাশ্রে উত্তরে রাসের ঘরে
 পদ্য ছন্দে বিচিত্র দাঁসে।
 অথ সন্যাস ফল মানি, স্বদেশ উন্মোচ।
 দিব্য চৌপদী : দেখিরা ক্রিষ্টে ধরে, নয়ে যায় করে
 ধরে, বসাইয়া সমাধারে; জিজ্ঞাসেন জনল বারতা।
 শুনি সুরেন্দ্র তনয়, হরিষে সমাধারে কয়, হৃৎকেন্দ্র
 লাভয়, অধিকার করেছেন পিতা। জননী আকিঞ্চ
 ন, তোমার করে নিরঞ্জন, হলে মনের মতন; কহিবেন
 যেরা অনুমতি। পুরুষে প্রভয় করে, কথ্যে বলিলে
 পারে; রমনী দেখি নজরে; বলে ভীষে বাসনা যেমতি
 বিশেষত জনবলি, রূপরাগ বরহলি; প্রসংশে নারীল
 কলি, যদি হয় বিদ্যা বৃদ্ধিহীন। চাহে আকালের ফল;
 যাহাতে না ধরে ফল, শেষে বিপরীত ফল; ফলে পা
 ইলে তাহার দিন। তখন ভাঙে পুরুষে; এররে কো
 ন আশ্বাসে; দিলি মেয়ে সর্বনেবে, থেয়ে ছিলি কি
 চকের মাংস। দেখি এবে বাড়ি বাড়ি, লয়েছিলি টা
 কা কড়ি, নৈলে কেন রাড়ি ভুড়ি, সস্তার হইলো রে
 জামতা। জানিয়ে নারীর মন, আমার আকিঞ্চন
 হেরে বিবাদ ভঞ্জন; হয় যদি নয়ন শূন্যে। তবে হুই

মাছু দ্বিত) নাহি থাকে নকুচিত, কহি খুলে যৌউচি
 তঃখটে হুহা আছে ভাগ্যবীনে ॥ মিথ্যায় কি প্র
 যোজন; আপনি নূপ নন্দন্য আনি রাণি বিচক্ষণ
 শুনেছি ঘটক প্রমুখাৎ। বিদগ্ধ কুঞ্জ কপবান দেখি
 লেই মতিমান; হয় সব অনুমান। যার হৃদে অস্থির
 যেন্ত ॥ এতবলি ক্রিটেশ্বর; মনমথে বলেপর, পো
 দাক যে মনোহর; আছে বাহ্য সমভি ব্যহারে। যে
 তে হবে মম মনে, দেখাইবো সেই জনে। যদি ধরে
 ক্ষব মনে; তবে হবে বরিতে তাহারে ॥ আর কেথা
 ইবো মায়; যেন তার অভি প্রায়; হয় দেখিয়ে তো
 আয়; কহিবেন সবিশেষ ঘোরে। দেখিলে তোমার
 কপ; ভুলিবেন নরো ভূপ, জননী হবে বিকলে; বির
 লেতে যদি দৃষ্ট করে ॥ শুনি মনমথ রায়; সুবেণ
 করিলে ধায়; বিধি স্বরী বাহিরায়; বলে চলে তব
 নিজাঙ্গয়। দেখি জামারের বেশ; ক্রিটেশ্বর বলে বে
 ল; অদ্যবুঝি কার্য শেষ; হয় বা আনার মনে লঙ্ক
 তাহী শুনি রায় কয়; আপনি যারে মদয়; তার আর
 কিবা ভয়; জয় হয় সব অনায়াসে। কহে এই রামা
 ঙ্গণে; মর লঙ্কান কারণে মিতে করি বিভাষণে, রঘু
 নাথ রবণে বিনাশে ॥ শুনি মম মিতে তাই; যরের

রক্ষান পাই। কি দুঃখেতে হবে মাই, বল দেখি শুনি
 গ্রহাশয় । এক কৌতুকান্তর; কহে তবে ক্রিষ্টেশ্বর
 নাহি সহ্যে বাক্য দর, চলহ যাই মনাময় ॥ এত ব
 লি দুই জনে; অকটেতে আরোহণে, জনকে সুরে জা
 সনে। উপনিভ উভয়েতে হ্রোদে মনে কহে অকপ
 টে হকিত কর অকটে চাহিয়ে দেখ নিকটে; ফেরল
 সুরেশ্বামিন ভাল ॥

অথ ক্রিষ্টেশ্বরের সহিত মনমথের রাজ্যগারে
 প্রবেশ । প্রবেশে এবং রাণীর গোপনে দর্শন ॥
 পয়ার ॥ উপনিভ উভয়েতে রাজ্যগার আগে
 অকটে হইতে নামে এসত সনকোপে ॥ দেখি একক
 হস্তরী যাইয়ে অঙ্গরে । কর পুটে কহে রাজ মহিষী
 গোচরে ॥ সুপ্তরী সহিত যার সখক হইতে ।
 পর ক্রিষ্টেশ্বর লইয়ে এসেছে ॥ বালাধান পর মহি
 কর আরোহণ । নিজ্জনে দেখিবে তামি মেজন যেম
 ন ॥ দাসী বাক্যে রাজ্ঞী চৌতলা পরে যায় । জনে
 হর সুজমার দেখিবারে পায় ॥ বেন সরদের শব্দ
 নাগিল ধরায় । কপের মাধুরী হেরি অবশ্যের প্রা
 য ॥ কিবা কপ অকপ স্বকপ না দেখি । সুপ্তরীর স
 থ বর মিলাইল জখী ॥ মনেতে আশার বড় আছি

গমনীহ। অ২মিতে গাহে রাজা দেন গো। বিবাহ
 ভাল হৈল নিজ নেত্র করি নিরক্ষণ। সছন্দে সঁপি
 বে গুণীমুপাত্ত কারণ। ভালেভাল মনে ভালভা
 রত ভিতরে। যদি অম্মারীরে অনারে রমনধরে। এ
 ইমত রাণীকতা ভাবিতে ছেমনে। হেনকালে দুই জনে
 প্রবেশে ভবনে। দেখিলেন মনমথে সুব্রত রাজন
 চেহারা য বুঝিলেন ভূপের লক্ষণ। পরে রাণী নামি
 য়া আপন বানে রাখা। মুঞ্জরীতে ডাকাইয়া। ঘটনে
 সাজায়। ভ্রমণে ভবিত করে বাণিক ছিরায়া। মুদ
 তার হার গলে কিরা শোভা পায়। মধ্যে তার থক
 কী শশী সাদিহ। কারানশী শাটী পরে আপনি সু
 ন্দরী। কি করে চুমণে তার নিজে রূপবতী। মিলি
 লো মোণায় দিলে মোহাগা যেমতি। শুধানে সু
 ব্রত সুত মনমথে লয়। স্বস্থানে গমন করে হরষিত
 হয়ে। রত্নামনে দুই জনে বসি অতঃপর। কৌতুক
 প্রসঙ্গ ছলে আলাপ বিস্তর। মুঞ্জরী অমল পরে আ
 জ্ঞা দেন দুতে। করিতরা মহারা নিকটে আনিতে।
 দেখিবেন রাজ পুত্র আপন নজরে। বস্ বনে দেখি
 তে হয় কি বারে বারে।

অথ দ্বিটেশ্বর কবিক মনমথ এর৭

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উভয় দর্শন ॥
 পয়ার ॥ আশ্রম দশ করিল যারি সুরেন্দ্র তখন ॥ উপ-
 হিত জনে গিয়া অন্দরেতে কর ॥ শুনি সব মহতী
 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ॥ হৃদয়ের গমনে এসে বস্ত্রে আচ্ছাদী
 য়ে ॥ কপের মাধুরী তাহে হয় প্রকাশিত ॥ কত শত সৌ-
 দামিনী সখী নিবেষ্টিত ॥ উপহিত হৈল কন্যা সভা
 বিদ্যমান ॥ বসন ধুলিয়ে করে কপে পরিভ্রাণ ॥ বৃষ্ণ-
 রায় তাহায় বিশেষ নিরঞ্জন ॥ অপকৃপ কৃপ দেখি
 অহিত মদনে ॥ কামের কামিনী হতে কপের মাধুরী
 কিঞ্চিৎ বর্জন সেই করে বুদ্ধচারী ॥ লাজ ভয়ে বিন্ত
 হয়ে উঠিয়ে তখন ॥ কহিল সুরেন্দ্র হৃদে হইল মন-
 ন ॥ অমারের কৃপা দেখি অমারী অহিত ॥ কন্দপের
 বাণাঘাতে হইল গিড়িত ॥ ছয়েছে যৌবনাদয় হৃদ-
 য় মাঝারে ॥ তাহে ধনী বিরহিণী জনম উমরে ॥
 ভাবে মনে এই জনে দেখেছি কোথায় ॥ দূঢ় আকি-
 ঞ্চন আছে বিবাহে আনার ॥ ভাল বিধি হেন নিধি
 যদিগো মিলায় ॥ হৃদয়ের রাজ্য করি রাখি যে এহার
 হেন কালে ক্রিষ্টের কহে সখীগণে ॥ বাহগো ভো-
 নরা তবে অন্দর ভবনে ॥ শুনি সব মহতী শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়

লয়ে। অস্তঃপুরে এলো অতি হরষিত হয়ে ॥ দেখি
 রাণী পত্নী কহে রাজ্যী বিদ্রোহ ॥ কহিলো করিবো
 বিভা তাহে নাহি আনি। মনন হইল যৌর দেখিয়ে
 দেয়ারী। জননী আকিঞ্চন বুঝিবারে নারীনা শ্রুত
 রাণীর মন পুনর্কৈ পুরিলে। ১ হেন কালে ক্রিষ্টে
 জিজ্ঞাসিতে এলো ॥ কহ মায়া কেমন দেখিলে এই
 বরে। পদমল হুয়েছে কিনা স্বরূপ অন্তরে ॥ শুনি রা
 ণী সন্তানে কহেন বিবরণ ॥ মনন হইল মন
 করণে এখন ॥ বিবাহের কাল ব্যাখ্যা না করিহ আর।
 কহ গিয়ে ভূপতিরে শুভ মমোচ্চার ॥ শুভ মাত্র ক্রি
 ষ্টের জনকে জানায়। প্রস্তুতি দিলেন আত্ম বিবাহে
 ভাঙ্গায় ॥ পত্রা পত্র লগ্ন হির চাছেন করিতে ॥ শুভ
 কমে বিলম্ব না হয় কোন মতে ॥ শুনি রাজা আত্ম
 দেন অশ্রু করিবারে ॥ ভট্টাচার্য্য পাঞ্জী আনি বার
 তিথি ধরে ॥ হইল লগ্নের হির কহিল রাজারে ॥
 অমুমতি দিল পূর্ণ পত্র করিবারে ॥ রাজা আত্ম পে
 য়ে ক্রিষ্টের তথ্য মায় ॥ যে স্থানে বসিয়ে আছে নন
 মথ রায় ॥ শ্রীকৃষ্ণ বলে রায় না ভাবিহ আর ॥ অ
 লম্বন নাহি হয় ভদ্রের বিকার ॥

অথ ননমথ এরং মুঞ্জরীর লগ্ন পত্র ॥

পরায় ॥ আশিয়ে সুরেন্দ্র সুত মনমথে কয় ॥ জন
ক জননী আত্মা দিলেন নিশ্চয় ॥ লগ্ন করিলেন গা-
রে ডাকিয়ে পুরোহিত ॥ পত্র করিতে হবে আত্মর গা-
জনীত ॥ করি তবে আয়োজন পত্র করিবারে ॥ আশি
ছেন জলাচার্য মঙ্গল আচারে ॥ শুভে জনার অভি-
আল্লাদীত হয় ॥ এত দিনে বিধি বুঝি হইল সদয় ॥
বিবাহের ফুল বুঝি ফুলিল আমার ॥ তোমা হতে বু-
ঝি মম হলো উপকার ॥ তবে আর বিলম্বতে নাছি
প্রয়োজন ॥ পুরোহিতে ডাকি তবে লিখছে লিখন
হেন কালে জলাচার্য আইল তথায় ॥ বেদ বিধি ম-
তে জল কয় সমাধায় ॥ জল মান্য বন্য মণি দেন
মনমথ ॥ হরবিত পুরোহিত আনিবদে কত ॥ পাত্রে
ব্রায় রাখ্যাধরে করে নিবেদন ॥ এক্ষেণে বাসনা বা-
জ স্থানেতে গমন ॥ শুভ নাজ মহারাজ কহে মনম-
থে ॥ বাসাগারে গিয়ে দিব হরিদ্রা পাত্রেতে ॥ আর
ভূমি শুনিয়াছ লগ্নের সময় ॥ পূর্ক কালে উপনিত
হবে এ আশয় ॥ বন্ধুগণে যতনে অর্পণবে আজ করি ॥
শুভ কথ্যে বাহু তবে না করিছ দেরি ॥ অতঃপর ক্রি-
টেশ্বরে করিষ্য বিনয় ॥ রাজ আত্মা পেয়ে ধীর বায়
বাসালয় ॥ আশি বরে ডাকি কিঙ্করে কহে সবিশেষ

আমি কিছু মিষ্ট অন্ন পেয়ে কি মনোহর ॥ বন্ধুগণে নি
 মন্ত্রণে হয় প্রয়োজন ॥ কহ মন শুভ কথ্যে করে আ
 গমন ॥ আত্মা পেয়ে যায় ধৈর্যে অম্বারের দাস ॥
 নিল সামগ্রী কত না হয় প্রকাশ ॥ আলাপিত জনে
 নিমন্ত্রণে সনাদরে ॥ শুনি শুভ সমাচার আইসে ম
 ত্তরে ॥ প্রসাসে নাহিক নারী জানিয়ে অন্তরে ॥ রহা
 জগির ছলে সবে নারী বেস ধরে ॥ বলে কেন শুভক
 থ্যো হবে অক্ষ হিন ॥ আনরা আছি ছে রাম প্রনয় আ
 ধিন ॥ কাটের নাজ্জারে ক্রিষ্ণ কতি হয় বল ॥ মৃষিক
 নাগিতে পালে দর্শায়তো ভল ॥ এইকণ রহান্য ক
 রয় বন্ধু জনে ॥ মাদেশিল কৌরী কারে ডাকিতে এ
 লেগে ॥ কোন রামা নিল কণ ॥ কোন রামা স্মারী ॥
 কোমরাণা লয় তৈল কেন ধনী বারি ॥ হরিদু লই
 লো কহ অধিক যতনে ॥ বরণ ডালা গিরে করি ক
 রী সমনে ॥ হাস্য লরি হাস কলে যায় ধিরে ॥ উ
 পনিভ হৈলো আসি অম্বারের ঘরে ॥ রাম বলে কো
 থা রাম দেখছ চাহিয়ে ॥ কত শশী উদয়াশী বিদে
 শী দেখিয়ে ॥

হাস্য লরি হাস কলে যায় ধিরে ॥

বুঝা ॥ বাক্যে ভাবে রমণী অভাবে সবে

রমনী হয়। যেন কোন মতে মনমথ মনে।
দুখে নাই রন। প্রবাসে আছে রায় অন
দে দিছে কার, হায়বায় রতি ছলে সতি
গণে কত মত কয়। শুনিয়া রমন বানী, রম
নীরা অভিমানী, বলে ছলে কি কহিলে রব
না আর তবায় ॥

ত্রিপদী। দেখিয়ে আমারে রায়। হাঙ্গামে পূরিয়া
কায়, বেঙ্গ কপে কহে নারী গণে। চিনিতে না পারি
খামি, কোথা তোমা গণ স্বামী কবে এই স্বকপা বচ
নে ॥ দেখিয়ে উত্তমাধুরী, ধৈর্য ধরিতে নারী, না
রী বেশে কেন এলে হেথা। প্রবোধ না মানে মনে,
মহিনী কল ধারণে, হর যখন হয় মহিতা ॥ ততো
ধিক আমিহই, বাঁচাও দেহ মমই, একবার দিছে
আলিঙ্গন। শুনি সব রাণী বলে, বস্ত্রে শশী ঢাকি ছ
লে, তমি বড় লজ্জা হিনী জন ॥ কেমনে কহিলেখন
গরমে হয় মরণ, ছিহ মোরা ঘরে কিরে যাই। বড়
অনুচিত কর্ম, নাশিতে সত্য ত্য ধর্ম, শুনে তবে মায়া
রেখা পাই ॥ এত দিন বিরহেতে, ছিলে ভণি কেম
নেতে, আশ্রয় হলেম ব্যবহারে। স্ত্রী তালুক পায়ে
রলে, মনগণে কুবিছলে; চাহ আগে পুষ্ট করিবা

মনমথ সুঞ্জরী ।

রে ॥ প্রাপ্তেন সূচনা হলে; মন আর নাহি ভুলে; স
 দা বেস্তু কি কপে পাইবো । সাবানী; বাধে আর সে
 ই কুনবাণে; দিকিতে ভবের কার্যভব ॥ এই মত বক
 কপে; কহিছে আমার ভূপে; শুনিল্যস্ব হাসে সত
 লে । বনে আর দেরি কেন, হরিদ্রা কর মেপণ, চন্দ
 ন লক্ষ্মী দিয়েভালে ॥ শুনিয়ে রমণী গণে; উল্লাসি
 ত হয়ে মনে; হরিদ্রা মেপণ করে আছে । কেহ করে
 শূণ্য ধনি, কেহ করে উলুধনি; কোন ধনী দেখে ম
 ন রাখে ॥ কেহ নাচে কেহ গায়; তবে স্নানবিত কাল
 দাদ্য করে বাদ্য কর সুখে । দানকরে দিন হীনে, ব
 হিক তাহার সিনে, কেহ নাচে বিষম বৈষম্যে ॥ অত
 কথ্য জন বতে সমাধে; পর আয়তো; মনমথে কর
 ইয়ে মান । পরায়ে পাই মন; আহ্বারের অয়োজন
 করিলেন সকলে সমান ॥ বর সহিত একত্রে, ভোজ
 ন করিয়ে আছে; বিবাহের হয় আলাপন । কহিছে
 লুপকণ বাসি; হবে বলে মহাশক্তি; হলে আর ন
 যবে এমন ॥

অথ সুঞ্জরীর গাত্রে হরিদ্রা ॥

ত্রিপদীপুথানে সুরেশ্বালয়ঃ ভূপানজগুণে ক
 বিবাহের কর আয়োজন । লিপি দেহ নৃপ গণে;

নিবারে নিষ্পত্তিঃ শূনে অম্ব কন্যার বরণ ॥ বাদ্যক
র ভাণ্ড করঃ সবে বিজ্ঞাপণ করঃ বনবালে আসে এ
ইক্ষণে ॥ প্রয়োজন দুব্য যতঃ আনয়নে হও রতঃ জ্ঞান
কহ অন্তর ভবনে ॥ পিতৃ আজ্ঞা ক্রিষ্টধরঃ নিষ্পত্তি
শের পত্রঃ পাঠাইল সকল রায়তে ॥ প্রয়োজন প্রি
য় জনেঃ নানা দুব্য আয়োজনেঃ সাবকাল বিহীন কা
র্যতে ॥ অন্তরে জ্ঞানায় পরেঃ নিজ জননী গোচরেঃ
শুনি রাণী প্রকল্লিত কায় ॥ কহেন প্রমদী গণেঃ যেহ
দব্য প্রয়োজনেঃ আয়োজন করগে তাহার ॥ আন
ন্দিত হয়ে সবেঃ প্রয়োজন দুব্য তবেঃ আয়োজন ক
রে রাম গণে ॥ পুরোষাণী আত্মাগণঃ আলাপিয় আ
ত্ম জনঃ শূভমাত্র আইসে ভবনে ॥ আসি পুরে বাদ্য
করেঃ বনোন্মথ বাদ্য কঃ ॥ বস্তারে বাহাজ্জ হয় প
থি ॥ উপস্থিত কাল হেরিঃ বরিয়ে সব সুন্দরীঃ গলে
অগমনে করে গতি ॥ হরিদুঃ লইয়ে রাণীঃ মুঞ্জরী
র কাছে আসিঃ কমলাদে করয় লেপণ ॥ কেহ করে
শশধনিঃ কেহ দেয় উল্লধনিঃ ধনী গণ আহ্বাদে গ
গণ ॥ নত গন্ধি তৈল আনিঃ রাণী নাথায় আপন
অবিবাহ ঘাটে লয়ে জান ॥ বিধি হত শ্রেয় করিঃ অ
নি সুবাসিত রাণিঃ করাইল যতনেতে দান ॥ পট বা

জ্ঞানিগণেরে নিম্ন করে কন্যা পরেঃ স্ত্রীপরে নম্র
 হা ভোজনৈঃ আয় গণ সঙ্গে করেঃ নুজুরী আহা
 করেঃ পূর্বা পরে বিধান বেগনে ॥ সদর ভবনে আ
 সেঃ ধন যাচিঞার আশেঃ দিন হীন কত শত দ্বারে
 নিমজ্জিগী মহিপালঃ আসে যেন পালে পালঃ লেখ্য
 পিয় করয় আহারে ॥ কেহ কর দিন রয়ঃ কেহ যায়
 নিজালয়ঃ যার যাহা মানষ মানষে ৷ প্রজাগণ আ
 সি পরেঃ যতনে ভোজন করেঃ অপরে অপর স্নাত্তি
 বসে ॥ পূর্বোদর করি তবেঃ বন লয়ে দঃখি লবেঃ নি
 জঃ গৃহে করে গতি ৷ এই রূপে সেই নশীঃ আগত
 দিবসে নাশিঃ উদয় হইল দিনপতি ॥ প্রাতঃকালে উ
 ঠি লবেঃ কামান বিধান তবেঃ নারিলেন পরম হরিষে
 তৈল হরিদু বসনঃ আ ৫ না অন্তরণঃ অর্পণ করেণ
 দেশে ২ ॥ পর দিন উঠিয়ায়ঃ বৃদ্ধি পুষ্ক সমাধায়ঃ
 বিধিমতে বিধিমত করি ৷ বিশেষ প্রকাশে তারঃ প্র
 যোজন নাহি আরঃ দিবা অবসান হয় হেরি ॥ হেন
 কালে নরপতিঃ দিল ভত্য অনুমতিঃ দিবু গতি সভা
 সাজাইতে ৷ কালী দাস শোক ছন্দেঃ বিক্রমের মতে
 বন্দেঃ রায় রচে সভে জানাইতে ॥

অথ স্ত্রীভাবন ॥

গয়্যার ॥ ভূপতির অনুমতি পেয়ে ভৃত্য গণ ॥
সমাজ করিলে সভা শোভার কারণ ॥ বিস্তার বর্ণি
তে গেলে এতইয় তারি ॥ ভলনায় তৈলকে সে বর্ণ
নাহি হেরি ॥

অথ বর বেশে মনমথের সভায় আগমন ॥
ত্রিপদী ॥ সভার কি শুভোভন; আসিয়ে নৃপতি গণ;
যত্নে বসে রত সিংহাসনে ॥ পরস্পরে স্নিগ্ধাশিষ;
নিজঃ পরিচয়; কশক বারতা আলাপনে ॥ ক্রুদ্ধ
পাণ্ডিত আসি; শুদ্ধমনে সবে বসি; করে নান শাস্ত্র
আলাপণ ॥ নানা শূর আসি গরে; নিজঃ বস্ত্রাভূষণে;
বসিবারে পায় দির্দামন ॥ নৃত্য গিৎ আভিনায়ে;
ভকী সকলে বাসে; আসে নানা যন্ত্র বন্ধকরে ॥ স
ঙ্গীনি রাজার সঙ্গে; নৃত্য করে মনোরমে; কেহ তান
কুমধুর ধরে ॥ নৃত্যকীর নৃত্য গিৎ; অভাষ সবেমতি
হে; অন্যমনা কোম জনা নন ॥ সঙ্গীতী হতেছে তারি;
সুরেন্দ্র রাজন হেরি; বর অন্য উৎকৃষ্টতা হন ॥ অ
ধানেতে মনমথ; পূর্ব নিশী করি গতি; বৃষ্টি শূন্য
তৈল সমাধান ॥ আনাইয়া বহুজনে, গহনের আয়ো
জনে; প্রয়োজন লাহে বর্তমান ॥ প্রতক্ষ্য বর্ণিতে গে

(নে) বাহ্যলিঙ্গিত হয় বলে, মূলে সাদ্রিকিল জে রাষ্ট
 বর সজ্জা করি প্রায়, প্রণামে বিধির পায়, চোভদে
 দেহইলো প্রবিষ্ট ॥ বাদ্য করে বাদ্য করে, উছা করী
 পৃষ্ঠোপরে, তরধেরে করে আগুন্যার । শকট সিঁড়িকা
 করী, নৈত্র গণে তদুপরি, শানন্দে চলেন রাজা গার
 মহা ভ্রমরব করি, নিকটস্থ নৃপ পূরী, ছেরি সমে না
 য় গির্জিকায় । চতুর্দোল হতে রায়, প্রফুল্ল নাগি
 রায় পদ মুখে অফ্রোজে যাক ॥ ব্রাহ্মগৃহে উপবিষ্ট
 সুরেন্দ্র করিয়ে দৃষ্টি, সন্মান করে যেন সিংহাসন । স
 ভোক্তা বলিয়ে সবে, নৃত্য প্রিয়াত যো নিরদব, এক দৃষ্টি
 করে নিরঞ্জন শালীনামতা আলাপণে, কাকনেত্র বর
 পানে, নিরঞ্জন বাপড়ে পলাক । মনেতে চিন্তন কত
 অনুয নয় হবে এত, বুঝি অক্ষ হতে সুরমোক ॥ কি
 না গন্ধর্ব কিন্নর, এলো অরনী ভিতর, শানন্দেতে করি
 অভিনাষ । হেম কল বর্ণি ছেরি, বিধিবুঝি কান্তি
 জরি, এই জনে করেন প্রকাশ ॥ কিবা শ্রী কিবা কৃপ
 জামরা হই বিকল, নারীর কথা রাখি অন্তরে । শ্রীক
 ঠে কহে পুণ্যে, একি কহ সর্ব মেমে, লয়ে যাবে এখ
 নি অন্তরে ॥ ১০৩ ॥ দারুণ ভাষে নর ॥ ১০৪ ॥

অথ ননয়থের সঙ্ঘিত মুগ্ধারীর বিবাহ ॥

পয়ার ॥ অন্তঃ পুরে রামা গণ করয় শূরণ ॥ অস্তিত্ব
 আছে বরপাত্র নন্দন ভবন ॥ চতুর্দশে তরা কান্না বাজি
 সহিবারে ॥ ডাক গো নাগেন্দ্রী পুরবাশী সুরা করে ॥
 আত্মা যাত্র নাগেন্দ্রী চলিলো নিজ পাড়া ॥ ঘর হই
 তে ডাকে দিলে বিষম তাড়া ॥ বলে কোথা কোথা
 উমা নিমি মাঝি মাঝি ॥ ঘরে আহ কি না বসে হারা
 নীর যাত্রি ওবেলু বিলি দেকোন হাশী কোথা গে
 ঘরে ॥ ন কর গজাজল অয় লো তরা করে ॥ সারদা
 বরদা সুখোদা মল্লিকা দিদি ॥ আয় পতি ছেড়ে অল
 মৈতে যাবি যদি ॥ এই কপে নাগেন্দ্রী ডাকিল নারী
 গণে ॥ বেশা ভাষা করিয়ায় রাজার ভবনে ॥ দেখি হা
 গী কহে সবে জল সহিবারে ॥ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
 গরুড়ারে ॥ কোন কথায় ঘটান যিত যে মর্ত্তে ॥
 কেহ বা লইল না রি বদার করি গুহুর্থে ॥ কোনধনী বা
 য় পান পুতাক স্নানিতে ॥ কেহ বা লইল তৈল সবে রি
 লাইতে ॥ কেহ লয় শ্রী কেহ বা শ্রী থকরো করে ॥ বরশ
 ডাল ॥ কেহ লয় মস্তক উপরে ॥ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
 করি রাধা গণ ॥ জন মৈতে সকলোতি করিল গমন
 বাজেচক জয়ডাক আর বাজে ঢোল ॥ মন্দির মন্দির
 বাজে যে তবোল ॥ তান্না কান্না বাজে গোর বাজা

জানাই। তিনির নাশিত নয় যত রোমনাই ॥ যান
 ভাঙা মাক করি বাড়ি ফিরে। অগুবাড়ি সারি সবে
 আইলেন মর্তরে ॥ পুরে শুভ বিবরণ এতাই সভায় ॥
 আগত হইল লগ্ন কথা ॥ তর্কবন্ধ। ন্যায়বন্ধ। য
 ত্তক পশ্চিভ। দেখিকান বিভাকাল করিল ইঙ্গিত ॥
 জ্ঞানোন্মেষে মহারাজ সভা বিদ্যমানী ॥ বরণ করেন
 যেরে স্নানি জন জাম ॥ বিবাহ বিধির মত আছে যা
 বিদ্যানে ॥ সারেন তুরে রাম মন্ত্র অঙ্গ্য রণে ॥ পরে
 জলাচার্য জলাচারে আত্ম দেয়। নবর পাছে লয়ে
 গিল ছালনা ভলায় ॥ কার্যশ্রী শারী গগে নইয়ে
 ভ্রমণ ॥ বরণের দ্রব্য যত করেন অর্পণ ॥ পরস্পরে ল
 য়ে মরে করোজ যেন ॥ আইল বরের কাছে ছুঁবিত
 মনে ॥ দেখি জমারের ক ॥ পবন সকলে ॥ কেহ কয়
 চকদয় হইলো ভুতলে ॥ কেহ কহে মানব নহে মনে
 জিহলয় ॥ গর্জর কিলর কিবা ঈশ্বর বা হয় ॥ কিবা
 গা কিবা কার্যকিবা ভুতলী ॥ শরীর সুঠাম কাম নয়ন
 সুগাঢ়ী ॥ কামে জ্বর কলে বর হইল সবার ॥ ধৈর্য
 না ধরে কেহ বিহনে ব্যোপার ॥ কেহ বলে জলশিলে
 কি ফল স্নানয়ে ॥ লরকালে দিবে সাক্ষি জীবন হিং
 সিয়ে ॥ কেহ কহে রসমায় নয়ে যাই ঘরে ॥ ভজি

সুখে হৃদে রেখে বিবাহাক দুরে ॥ কহে আকণ্ড হাম
 রমণী গণপায় । মানব হইবে মাদ । সারবে তরায় ॥
 মাত ১০ অথ বারী নগের পাতি নিন্দা ১১
 পায়ার ॥ কাল পেয়ে কাম কাল লিপিত অন্তরে ।
 হৃদে ধরি ধনুক হুকারে বারী পরে ॥ হানে কোণ পা
 কবাণ নিকান নাহয় । অনলো পাইলে হবি যেমন বা
 চয় ॥ একে জমারেরা কপ দেখিয়ে মোহিত । তা
 হে কন্দোপর কোণ টেনে রিপারীত ॥ একধনী অমণী
 হইবে উদাদিনী । বলে বিরহানলে বাঁচিলে ধো নর
 নী ॥ কেন হেন হনের মনে হইল দেখা । এবে প্রাণ
 যায় তার হলো জল রাখা ॥ মন দুঃখ শুনিলে বি
 জাপে শিকা বনে । পাতি হলো অধাপক স্বপাক অ
 পনে ॥ নিমন্ত্রণের পরেতে চর্কিত সদত । প্রাপ্তে
 হাকেন তনপী গলনে উদ্ভত ॥ বাসে না হয় বাস প্র
 বাসে চিরকাল । মধ্যে এলে নাথ ঘটে মহা কাল
 অনাবশ্য । পুষ্টি মাদী তিথি ধরে কত । কালে ভদ্র
 রে শয়ন হয় কদাচিৎ । অশুচি বলি পান হরিতকী
 থান সুখে । দুগন্ধে বার নাথ্য নুব দেয় / ল মুখে ॥
 সহজে বহিলে কথা বন্দ কতে চায় । একে রান অ
 নুরাণী নস্য নাকে তায় ॥ শুনি এক ধনী বলে এতো

সুখোদয় ॥ আবার শুনিবে দুঃখ শত্রু দুঃখি হয় ॥
 শিশু কল্যাপতা পোকে করিলেন দান ॥ বয়েসে ব
 হৈবো কিন্তু লাভের লভান ॥ দু এক সাধের বড় যদি
 তিনি হন ॥ তাহে কি তাহার রস বহয় কখন ॥ চত
 দল হৈলেন নারী ভাষে রসাতলে ॥ রতিক্রিয়া বলে
 কাম না জানে পূরবে ॥ তবু তাহে পাই যদি কহি
 রগ্গারগ্গাডি প্রতিবাদী হইল তার শাস্তি রাতি
 হৈলেন শিষ্ঠ করে বলে নাহি দেয় সুতে ॥ থাকিতে
 লাই দেখেন সয় কি এটিতে ॥ আশ্রিত কার দ
 প্রসাদে কাল হয় ॥ অন্যহলে যে তা টলে লগপরি
 হরি ॥ শুনি এক ধনী বলে দুঃখ একি ভোর ॥ অাম
 ক দুঃখ প্রকাশী দেহয় গো ভোর ॥ কিছু কহি শুন
 লবে যে সুখেতে রই ॥ পতি নার আশ্রিতোরা কি
 রসনা বই ॥ তেজ করে সদা মোহে তানি কের অন্য
 নিমিটে নিবিত নাই নাই বলে কুণ ॥ রমনে ছা তলে
 র অনীর কাঁচা তার ॥ সক্রিয় সফরে কাজ নিশী হয়
 পার ॥ তবু তার নেহে শেষ করে শেষ ॥ দুঃখের
 কর্মেতে ভ্রম কত দেখ কেশ ॥ এত দুঃখ নিয়ে আ
 শি ফাটাই যে কাল ॥ লোহা পরিভ্যাগ করিলে ক
 লাকাল ॥ শুনি এক রান ॥ এলে একি ভোর দুঃখ ॥

আমি দুঃখে শুনিতে সুখাই বোধ হয়। পতি মোর জো
 খেনে প্রধান জোয়ারি। স্তোক দিয়ে টাকালয় ক
 রিয়ে গোছারি। জিনিসে নাহিক শুনি কারেন কি ব
 ল। সব গেছে ব কি আছে আশ্রয় স্থান। দিনে রে
 তে কোন মতে দেখা নাহি হয়। হারিলে আসেন ছু
 টে গেলে নাহি রয়। অচত প্রহর নিশী বসি কবি
 গত। হাবাতের হাতে পড়ে প্রাণ প্রচাপত। আছি
 যেই তেই মেঘে এতো লহ করি। অন্য হলে অন্য প
 রেব। শুনি আর জন কয় এতো নয়
 দুঃখ। আমারে শব্দত বিধি আছে বৈবুধ। পতি
 মোর গায়ক সক নরদা প্রাণে। ফুল বাকর মত রত
 গুলের যুগে। নিয়মিত আছে রিশ। যোগে নৃপত
 নে। পিতৃব্যক্তি জ্ঞান ত্রয়্যগান অনুমানে। দৈব
 নিশাতে নাথ যদি এসে ঘরে। নিদ্রা যায় মহাসুখে
 নাহি পাল ফেরে। আকি কন গেলে বলে গলা যা
 বেবনে। তেজ করন মোরে নিদ্রা স্বপ্ন হরিবে।
 এত দুঃ। সরে আমি আছি গোত্রগতে। নৈরাশ্র
 ধের গুন নাহি পাই যেতে। শুনি এক রাজা ঘনে
 এ। রানি। এমত সর্বদা সারি কেবল তো কে
 লে। দারগা আমার পতি অতি সে গোয়া। ছুতো

পেনে গুঁতো মাঝে করে গুপ্তার ॥ নিশীতে সুভে
 তারে হুতুরে হুতুরে রোল ঠু ডাকাতি চুরির জন্য রাজার
 গরজ ॥ কোণে যাগে বাগে নাম মা দ এম ঘণ্ডে তে রি
 তে সারিতে রতি অভিজাত করে ॥ দিতে হুতুরে হুতুরে
 লে হুতুরে দেরি ॥ আতঙ্কে নাক করে আদ কান্দে
 করি ॥ ভয়ে বৃক ধুক মদ্য করে তাঁর ॥ চোর ধরা আ
 ক চুপে নিজে বঁদে তার ॥ সুখোদয় হয় ফেনে সে
 পলায় ॥ আপনমে সোয়া মাথাকে ছেদা আতঙ্ক প্রায়
 হেন জনের মনে আমার হয় বাস ॥ [redacted] করি
 র নাহিক বিনাপ ॥ শূনি এক ধনী কহে শুন বর্ণা কর
 নী ॥ বলিতে ন হিক পারি দুঃখের কাহিনী ॥ অপরা
 ধি হয়ে হিন্দা ম পতির বাপে ॥ বিবাহ করিল শুন
 সেই অনুরাগে ॥ সতেনীরা লগে নিশী বৎ পিতৃপ
 ধি ॥ বিচ্ছেদ কারখত দেছে বিভা অবধি ॥ দুঃখ বির
 হা নল হলে প্রজলিত ॥ আকিঞ্চনে সেই জনে হয় বি
 পরিহৃত ॥ বাদ করি অপরাধ করে গো সতেনী ॥ নির
 ক্ষিতে নাহি দেয় বলিয়ে রামনী ॥ সর্গদা কহা করে
 জগৎসারের কমে ॥ তিনোতে করিয়ে ভাল দুঃখ দে
 য় নমে ॥ আশি সেই মাথায় সেই চক্ষে দেখে ॥ পাকি
 অন্য হলে এতো দিনে থাকি সে বাকি ॥ শূনি আর

জন কয় মোর দুঃখজন। বুদ্ধি আমার গতি তলি
ন প্রধান ॥ বিশিষ্ট সন্তানের বিশেষ পরিচয়।
কান্দিতে মাদ্রিমা গ্রহণ কর কল ॥ বিবাহ ব্যবস্থা
তার মুনফা সকলি। নিশী দিক খান আর জীৱণ
নাগালি ॥ বিবাহ করি গিয়াছে কান্ত বৎসর চক ॥
কার্য্যান্তরে একবার অধ্যক্ষ আসা হয় ॥ জননীৱ গৈভ
বেলা ছিল ঠাকাদুই। অলম্যান্য অন্যতরে দিতে
হলো নই ॥ অবুতায় তপ্ত নয় কেনে দেহ রাগে ॥
বোঝে কতেন আমি দেই তার আগে ॥ অঙ্গ প্রা
প্ত হেতু কুঁকি নাহি এলো আর। ধনে সে জনের মনে
মিলন আমার ॥ অত্যাগির ভাগ্য্য দুপে নাহি দিল
ধন। কি কপে সে কপ আর করি নিরঞ্জন ॥ বিরহ
ভবা নল মত নাহি হয়। করেছি ফিকির কাছে দুই
দিক রয় ॥ আমার সুচিনে জালা নাথ পাবে ধন ॥
উপপতির আলাপে হইবে নন্দন ॥ পুত্রের বিবাহ
দিতে আসিবেন নাথ। পাইবেন ধন আ হইবে সী
ক্যাৎ ॥ এই দুপ কাশীরে পতির নিদ্রিৱে। তলি
ছে অস্ত্র অন্য পরেরে হিংসিয়ে ॥ দাড়াইতে নাহি
পাত্রে কামে জর ॥ শ্রীমুত শ্রীকৃষ্ণ রায় বলে শরৎ ॥

দিগ্বিজয়ী ॥ হেরিয়ে বরের কানী উখলিল কাম
 জ্ঞান; বনে বিধি নিব্বলনে গড়িলো। আহামরি কি মা
 ধুরী; হেরে চিত্র কৈল চুরি, গগণ হতে বুঝি পড়িল
 ভুঞ্জরীর ভাগ্যদয়; মনষ্যের মধুচন্দ্র; জ্ঞান হয় দেব
 জ্ঞান। হবো নরোত্তম। এমত পতি; নিব্বাইলো গুণপতি
 হেরে রতি পতি কাম রবো। রতিক্রিয়া হকৈ হকৈ এ
 মুখে সেরুখ। দেবে ভাষিবে প্রিয়ানন্দন। রাহু। এমত
 কন্দর রম্য কেন রাহি হৈল মোর। পদুক চর বিধি
 র শিরে ॥ কপালে কঙ্কন হাণে; নাহিকায় সন্মানে
 দশদীপে রই এই পায়। কেহকয় নিব্বপারে, যাইল
 ইয়ে উহারে, হুদে রাখি সাত করি কায় ॥ এই দণ্ড
 রায়। গণে, দিগ্বিজয় কামাগুণে; জ্ঞান সত্তা; হইল স
 বার। কটিলো না রাহে বাস। এলায় বেলী বিন্যাস। উ
 ল্লাস ফুলরাগ সাজরি ॥ কবরী ভুঞ্জন হত; আর কাঁচ
 গী বাজিত হলো সবে দেখিতে ॥ বরনের দ্রব্য মা
 তে; কিহু নাহি রয় হাতে, গড়ে শিশি মাখিতে ॥ হ
 ইল তিস্র দায়; কেহ রাণীরে আনায়; শুনি রাণী আ
 ইল দেখিতে। সবার সজাব দেখি; মনে মন দুঃখী
 ডাকি সবে তোলেন ছরিতে ॥ প্রিয় বাক্যে রামাগ

৭৭, তুমিয়ে বহু বস্তুনে, বনে সবে করণে বরণী দ্বি
ধিরে২ সবে মেলি, হয়ে অতি অতুল্য, দাপ্তাইল র
রের মনন্য। কেহ নাহি পক্ষচার; পাছেঘটে পুনঃ দায়
অধি মুদে রহে অক্ষ প্রায়। রাগা আনি মনানুনি,
বসনে ডাকি আপনী, রাখিলেন বরণ্য তোলায় ॥ শুভ
দার দীপ জালি; জ্বালায়ের ভালে তলি; সবে মেলি
করয় বরণ। কেহ করে উলুপুনি, কেহ করে শূণ্য শূ
নি, ধনী গণ আছাদে মগন। সপ্তবার বেড়ি বরে, হ
রিব বরণ করে; পরে রাঙ্গী মনকলা খান। কেহ ভা
বে পশয় শ্রী; দেখে অম্বনী বরের শ্রী; অধিখেতে
হন না বধান ॥ ইত মধ্য কন্যা লয়ে; কলো সবে উলু
মিয়ে; তোলে ধরি মৃত্তরী আসনী। ঘেরি, বজ্রে ছল
তলা, বদল করিল মালা; সুভদ্র কৈল দুইজন।
লকনোতে করে বসুহৈল। বড় অসম্ভব; বরহতে কন্যা
বড় হুয়া। বিধির বিবিধ মত; স্ত্রী আচার কর্ম যত, রা
মাগণে করে সমপয় ॥ রব কন্যা লয়ে চলে; বসাই
হা দান হলেগো এক করিল মত পুটে। 'বৈদিক বি
ধান মতে; সনাপয় বিবাহিতে; অতঃপরে শুনযাহ
ঘটে ॥ আত্মাদিল পুরোহিতে, বর কন্যা লয়ে বে
৩৩) যথা হয়েছে বাসর সজ্জা। শুভ মাত্র নারী গণে

হেরিষিত হয়ে বনে, পরিহারি নিম্ন লজ্জা ॥ বরকন্যা
 দুই জনে, লয়ে যান দুই জনে; যথা হয় অপূর্ণ বাস
 রা ৷ কন্যার গণে বলি, দাঁড়ে কন্যার নীরলি ৷ হেরি
 গিয়ে সুন্দরী সুন্দর ॥ ১৫৩ ॥
 ১৫৪ ॥ ১৫৫ ॥ ১৫৬ ॥ ১৫৭ ॥ ১৫৮ ॥ ১৫৯ ॥
 ১৬০ ॥ ১৬১ ॥ ১৬২ ॥ ১৬৩ ॥ ১৬৪ ॥ ১৬৫ ॥
 ১৬৬ ॥ ১৬৭ ॥ ১৬৮ ॥ ১৬৯ ॥ ১৭০ ॥ ১৭১ ॥
 ১৭২ ॥ ১৭৩ ॥ ১৭৪ ॥ ১৭৫ ॥ ১৭৬ ॥ ১৭৭ ॥
 ১৭৮ ॥ ১৭৯ ॥ ১৮০ ॥ ১৮১ ॥ ১৮২ ॥ ১৮৩ ॥
 ১৮৪ ॥ ১৮৫ ॥ ১৮৬ ॥ ১৮৭ ॥ ১৮৮ ॥ ১৮৯ ॥
 ১৯০ ॥ ১৯১ ॥ ১৯২ ॥ ১৯৩ ॥ ১৯৪ ॥ ১৯৫ ॥
 ১৯৬ ॥ ১৯৭ ॥ ১৯৮ ॥ ১৯৯ ॥ ২০০ ॥

ফিঁত যেমত গো কানিকা। গোবিন্দ বেঁটি যেমত
 গোপীক। ॥ কত বেঁটিত যেমত গো মাকিকা। মিউ
 বেঁটিত যেমত গিপিনিকা। তত্র বেঁটিত শোভিত
 যেন পত্র। বর বেঁটিত যেমন বর যাত্রা। এমত বেঁটি
 ত হয়ে জনা জনা ॥ কৌতকে কৌতকে রায়ে সর্জ
 না ॥ কেহ কষ্ট বলি মুলে মারে ঠোনা ॥ কেহ কয়
 ররে দিওনা যাতনা ॥ কেহ জানি হাসি জনারীয়ে
 লয়ে। নাচে কত হলে বর কোলে দিয়ে ॥ সহচরী
 গণে দাপ্তায়ে সমুখে। চামর ব্যজন করে মহা সুখে
 চন্দন জলুম কেহ দেয় আছে। হাস্য পরিহাস্য কো
 তক প্রসঙ্গে ॥ মিষ্টায় বিবিধ আনিষে তখন। বরক
 ন্যাদোহে করায় ভোজন ॥ কোন ধনী আনি আধুন
 কপূর। ভোনা শু দিল সুখে সুখধুর ॥ রহস্য হলে
 কেহ বরে জিজ্ঞাসে। সঙ্গীত বিদ্য। কিছু কি নাহি এ
 সে ॥ শুনি বর অতঃপর বলি ধনী। নিগুনতানহি কি
 হুঃ জানি ॥ শুনি সঙ্গিনীয়ে আনে যন্ত্র যত। সপ্ত স
 র। তান পূরা শুলিত ॥ পাকোয়াজ মন্দিরে আ
 তো। ব। ব। মেতার তেতার আর কত বেনে ॥ যন্ত্রে
 অক। কার সবে মেলি ॥ গাও দেখি রসরাজ তান ভ
 নি ॥ শুনি রাগ আরভে খ্যাল খুগদ। নহিত হইল

মতে শুনে পদ ॥ অনুরাগ করি রাগ তরা করি ॥ উপ-
 দ্রিত রাগিনীয়ে মন্দ করি ॥ তান মানি বহমান যে
 সমুখে ॥ পুনঃ রাম রায় গায় আতি সুখে ॥
 কীঃ তরঙ্গিণী চাহার তাল অঙ্গি মার ॥
 মদ্যমহিত ফোহিনী গণে তানে আনো মানো না ॥
 মানী অপমানী অকারণে ॥ বসনে নাহিক মা ॥
 নে; একাসনে বর মনে; করে আশোদিত ॥
 জিজ্ঞাসিত হয়ে জিজ্ঞাসিত; বজ্রিত সে স্থানে ॥
 অথ অশ্রুতিকা ॥
 স্তবক ছন্দ ॥ আনন্দ আগরে স্তোত্রে রমণী গণ ॥
 কেহ নাচে কেহ গায় তর্জিয়ে বসন ॥ কেহ আতি
 হাসিঃ করেন শুবণ ॥ কোন খনী বাজায় বেজায় না
 হিমন ॥ কেহ দেখে অহা সুখে বসনী কীর্তন ॥
 ল জাহ্নবী জলাধনা নাহি আবর্তন ॥ এইরূপ আশ্রয়
 দীত হয়ে সর্কজন ॥ সর্করী পোহায় শুথে অমার স
 দন ॥ হেন কালে সকলে করয় নিরঞ্জন ॥ তিমির হই
 নো ঘর প্রভাত লক্ষণ ॥ ভাস্কর নিষ্ঠুর বড় গতি ॥
 র হন ॥ ডিময়েতে পূর্কদিগে করেছে গমন ॥
 ত হয়ে জবে বরে আশিকন ॥ প্রভাত হইল নব নূপ
 তি নন্দন ॥ রানাগণ ব্রাহ্মণের বিস্ময় বদন ॥ আনো

দ প্রমোদ সব হৈল নিবারণাশ্রয়ণে তোলা ছল। ক
 রিল ইলৌষিতন ॥ মেলানী মাগীয়া পরে ত্যাকি
 লিখ হাসন ॥ অযাপ্তিকা করিতে যের বাহিরে তখন
 কোন ধনী করে করে হরিদ্রা লেপণ ॥ কেহ কন্যাফ
 ল থায়া কারিরে যতন ॥ পরে উভয়েরে লয়ে যায় রা
 মা গণ ॥ ছাটিনাতিলায় আসি দিল দরশন ॥ দান
 করাইল অশ্রু দুজনে দুজন ॥ পড়িবার পরাইল আদ
 তে তখন ॥ পুরোহিত আসি করে ব্রত অধ্যায়ণ ॥ নি
 য়মানুসারে লারে সুরেন্দ্র রাজন ॥ জামতার করে
 করে পুণী সমাপণ ॥ হরষিত রাজা রাণী সহ বন্ধুজন
 যিফায়ে বিবিধ কুপ না হয় বস্তন ॥ উভয়েরে যত্নে
 রাণী করায় ভোজন ॥ আহারান্তে ডালু কোমার
 খণ্ডি গণ ॥ পানাহে বসিন দোহে বিশ্রাম কারণ ॥
 লখীগণে সমিধানে আসিয়ে তখন ॥ উভয়ের অঙ্কে
 করে চায়র ব্যজন ॥ দামে বলে এত দিনে পুঙ্খিত
 মান ॥ উদ্যোগি হও তবে গমনে ভবন ॥

অথ কন্যা বিদায় ॥

লক্ষ্মী প্রিয়দী ॥ অর্চন প্রজাগণ আর বন্ধু জন প্রতি
 বানি প্রয়োজনে ॥ করিতে কলমন ॥ সবে বিদমান
 রর কন্যা সমিধানে ॥ গুরু পুরোহিত আসিয়ে ভরি

ভঃ অগ্নে আশীর্বাদ করে । রাজারাগী পরেঃ আশি
 র্বাদ করেঃ আশীর্বাদী নিয়ে করে ॥ বিধিঃ যদিঃ
 হয়ে সত্বলিঃ বর কল্যা করে যাত্রা । দেবের মহিমে
 বুঝিয়ে প্রণামে, নিচ্ছি হলো যাঁর বাত্রা ॥ রাগী
 রাজ্যপরেঃ প্রণামে, সত্বরেঃ ভূমিক্ত হয়ে দমনে । ক
 ন্যার মায়াতেঃ শোকাঙ্গল চিতেঃ রাজ্যী রয়েন রো
 দনে ॥ অঁথি নিরে ভাসেঃ কে মার লভাসে, মা ব
 লিয়া ধরে গলা । পাঠার কোথায়ঃ জ্বারী তোমা
 ন, হইলে যে শিশু বালা ॥ রহিবো কেমনেঃ ত্যাগি
 য়ে জীবনেঃ জীবন রহিবো দেহে । কেমনে থাকিবোঃ
 কারে গো ডাকিবো, মা বলিয়ে মাগো দেহে ॥ কত
 দিনে পাব, কে লেতে করিবোঃ চুখখার চাঁদ মুখে !
 এসো মাঃ মা বলে ডাক মাঃ শুন পানকরঃ সুখে এল
 ইয়ে জ্বারী রাগী, কোলে করিঃ বলে হই তারাহা
 রা । আসি সজী গণেঃ বিরস বদনেঃ অঁথি নিরে ভা
 যে তারা ॥ মুঞ্জরীর কর, ধরি পরম্পর, বলে প্রীতি
 আনিবে কবে । কবে দেখা পাব, হবে প্রমত্তঃ ম
 নেঃ দুঃখ দূরে যাবে ॥ মায়াতে মহিতেঃ নৃপতি দুহি
 তে, বিলাপ দেখি সবার । করয়ে রোদনঃ নয়নে জি
 বন, অরুণ অনিবারণ ॥ বলে সখীগণেঃ না রহু কন্দনেঃ

মাঝি আশিষে তরায় । কেন কর চিন্তে; থাকহ মি
চিন্তে; একগে হই বিদায় ॥ করি আলিঙ্গন; জ্বলি
নদন; সুচায় বদন বাসে । কোলে করি পুত্ৰী; ধিকৈ
ধাত্রী; চলেন সিবিকা পাসে ॥ আঁরনী তাহার, কা
লে উভরায়; অচৈতন্য হয়ে মোহে । মোকাঙ্কন চি
তে; নহিনী সহিতে, আঁধি ধারা বক্ষে বহে ॥ লয়ে
ভ্রামতারে; রাজা সমাদরে; চতুর্দোলে বসাইলো ।
কেন কালে আর; সুরেন্দ্র জমার; বিদায় দিতে । আই
লো ॥ জমার নদন; করি আলিঙ্গন; উভয় রোদন
করে । বিনয়ভেদে রায়; হইল বিদায়; চতুর্দোল তো
লে পরে । সিবিকা সহিতে; বায়ু ধরবিত্তে, করি অ
তি সমারোহ । নিজ নিশ্বাসে, বর দান আসে; বসু
বলে রহ রহ ॥

অথ বর কন্যা গৃহে গণন ॥
মালকাপা ভক্তঃপর বাদ্য কর বায়ু আগেশ । করে
বাদ্য শ্রবণে ককৌ তালি লাগে ॥ বাজে ঢাক জয়
ঢাক আর বাজে ঢাক ॥ বাজে তাম্রা তানে কান্দ
র বাজে খোল ॥ বাজে ভরি সঙ্গে ভেরি তাঁলে কর
তাল ॥ যোড় খাই যে সাবাই বাজিছে বিশাল ॥ জ
গদগদ আর ডগদগ মধুর শুবণে । নরবদ নরেন্দ্র দ্বাশ্রে

বন্দন ॥ বটুক কনড়া যে দগড়া সে তারি চৌত্রি ॥
 রাঙ্কে বিনে কত কলসানে গাপু পুরা ॥ থাকে রাজ
 সুরা গাজি শুউক ভোরদ ॥ চোমচায় খেঁমচায় অঙ্গ
 নান অদ ॥ উরমাল দেয় ভাল বাজিছে টিকেরি ॥
 জয় চোল যে তবদা বাজায় মন্দিরা ॥ এই মত কত
 অত বাজিছে বাজনা ॥ অষ্টপৃষ্ঠে গজ পৃষ্ঠে চব্ব কত
 জনা ॥ করীবরে জিন্দগিরে রাঙ্কে মরে মন ॥ অশ্বেচ
 লে অতহলে যত সীরঙ্গন ॥ তিরন্দাজ রসাজিছে
 ভিত্তে যায় ॥ অস্ত্রগলি কউণ্ডলী আগের দ্বায় ॥ আস
 যাব কিবা ক্রাব লয়ে যাক সব ॥ লম্পে রম্পে ভূমি ক
 ম্পে করে অহাবব ॥ কমেং কত গুমে যাক মড়াই
 যে ॥ বশি ধাখে লাকি কয়ে গুজু রাহিলৈয় ॥ গত হ
 য় দিবা নর ॥ তখিলায় আগে ॥ কেহ যাক রাজালয়
 সপবাংদেয় আগে ॥ অতি ব্যাগে গিয়ে অগে জানর
 রাজনে ॥ তব সুত বনমথ আসিছে ভবনে ॥ করি
 বিভাগে লোভা লইয়ে কাছিনী ॥ বাদ্য ভাঙ্গ যহা
 কাণ্ড কাঁপিছে মেদেনী ॥ ছানি রথ বাহিনায় পরি
 যান্তরে ॥ বাদ্যের কউন্দির প্রত্যয় পুথরে ॥ কমে
 ছাড়া নিজ লাড়া হইল অমার ॥ ছট চিত উল্লসিত
 আগুন আগার ॥ অতহলে টভদৌলে হতে বন্দনপু

নামি ভবে যায় কমে দেবালয় দুত ॥ প্রণমি স্বা
 হাবার। অগ্নি লয়ে সঙ্গে । বস বাসে যে প্রবেশেক
 ত মুত রঞ্জে ॥ জনকেরে দেবিস্বারে লাইয়ে অমার ॥
 দুই জনে স্বভনে প্রণামে অপারবা প্রয়ানেকী কো
 লে নন্দে করয় প্রাঙ্গণে ॥ রণী শুনে সখী যণে পাঠা
 নত বক ॥ কোলে করি সঙ্গে বারী অমনয়ে ভবনে । ক
 রকন্যা দুই জনে অন্দরে গমনে ॥ তরা নাগণে সেই
 কণে করয় বরণা অণ খণ্ডি উলুখি দিগে পনীগণ
 অতঃপরে উভয়েরে ঘরে লয়ে যায় । অতি ফাঁড়ি তা
 কে বারী খোলেন যে রায় ॥ কড়ি খেলি অতঃপরে
 তয় বিস্তর । সকৌতকে যে কৌতকে লভে বিস্তর
 মনো সাধে পালিকী দে রাজ আনন্দ ॥ দিখি আশু
 উৎসাহিত কাশিনী ॥ বাদ্য করে নৃপপরে করে
 পুরস্কার । দুঃখি জনে বিস্তরণে খোলে বনদার ॥ ছি
 জবন অতঃপরে এসে কুত শত । লয় দান যে যা চান
 মানসের মত ॥ বিন্দু মন্য নাছি গন্য আনিত্তে আগ্য
 বে । প্রাপ্তে স্বন হৃদয় কলপে অমারে ॥ কেহ বা
 নৈবাঞ্জে কেমে করিয়ে যতন । অতঃপরে সব চলে
 নিজ নিকেতন ॥ বসু কয় দুঃখ হয় বিরহ দর্শনে । নি
 শাপতি এসে অতি তরীত গমনে ॥

অঙ্গণিতার লিখিত মনসিংগের কথোপকথন ।
 পত্রাৱ ৥ অনন্য রমণী গণ হইয়া বৈষ্ণব । মনসিংগ
 মুন্সীর করে যথেষ্টে ছাপিল । রাজসিংহ প্রসঙ্গে মৃগ
 স্না বিবরণা অনেকে চোখে লাগি মৃগী করি অনুেষণ ৥
 কোমলোনে হৈন বনে গেলেন রসরস ৥ বিবাহের দিন
 কেবা কহিবে অমায় ৥ শুনি রায় মুন্সীর কহিছে
 কাহিনী ৥ মুন্সী নগরে খাম সুরেন্দ্র বাথানী ৥ রাজ
 স্না স্মরণ একেশ্বর করে রাজ্য ৥ কাহার দুহিতে মুন্সী
 নীতিতে ধর্য্য ৥ গুরিঙ্গ হৃদয় ক্রিষ্টের নাম ধরে
 ঘটকি হয়ে কঠক কঠে দিন যোরে ৥ শুবণে রমণী
 গণ আনুগত্য হয় । কেহ আনি কানি রাজ মাহিষ
 রে কর ৥ বিব্রতান্ত রাগী করিয়ে শুবণ ৥ পুলাক
 গুরিঙ্গ অক্ষ না যায় বর্তন ৥ হেন কালে দুত আনি
 কহিছে অমারে । রাজ আত্মা হবে যেতে বাহিরে
 তেমনারে ৥ শুনি রায় যায় দুত পিতার নিকটে ।
 প্রণমিয়া দাণ্ডাইয়া রহে কর পুটে ৥ দেখি ভূপত
 নয়েনে জিজ্ঞাসা করিলে । কাহার দুহিতে যব বনি
 তোহইল ৥ কোথা যাব কিবা নাম জাতিতে কেম
 ঘটাইল কোন জন এই বিবরণ ৥ শুনি রায় সবিনয়ে
 কহিছে পিতারে । মৃগ লনৌষিতে বাই মুন্সী নগরে

উদ্যোগ বসতি ভূপতি সুরেন্দ্র রায় । তাহার সমারী
এই প্রদানে আশ্রয় ॥ ঘটক হয়ে ঘটাইল ঘণ্টাটো
ধর । তার মনে আশ্রয় আশ্রয় বিস্তর ॥ তু
নতির পুত্র সেই বুকে বিচক্ষণ । যগ্য ভাবি সব মণি
নিশিচিৎ রাজন ॥ সেই বুকাইল মোরে করিতে বিবাহ
হ । করনিয় ঘর মোরো না কর মনেহ ॥ শুনি নৃপতি
র মনে প্রত্যয় হইল । করনিয় ঘর ঘটে ঘটকে কহি
ল ॥ লঙ্কাদ নাগরে ভূপ ভাবিল অপার । বংশ রক্ষা
কৈন মন জমার ॥ জুড়াটের লোক যত আছে এনে
ছিল । যজ্ঞত কাঞ্চন দিয়া বিদায় করিল ॥ সুগন্ধ
নিবাসী রায় জমারীরে কয় । বনো লাদ লাদ দিয়া
অবসান হয় ॥

অনন্ত নৃপতির স্বর্গ ॥

ধূম্র ॥ লক্ষণটন সভাপন । যদি হয় রে । আনন্দে
আকাশ করে মনে করে রে ॥

দেখা ক্রপদী । তপন গমন করে ; সতী দেখি স্বর করে
বন্য বাজ করে কত ভায় । আপনার পণ বনী ; বিমুক্তি
হয়ে আপনী ; স্বামী সদ করে অভিপ্রায় ॥ বিশ্বর উ
দয় দেখি ; মনে বহা সুখি ; জাবে আশ্র পাণ প্রাণ
কাতে । দেহে একজার চলে ; সমতা বিরহানলে ;

করিবো অধিক যে দুই স্ত্রীতে রত্নদান হইলে রত্ন
 পাঠে লজ্জা হইবে রত্নে রত্নে হইবে সেই পক্ষ বাগে
 যাহার গুণের গুণে; কতকার মর প্রাণে মাগা দেহে
 জাত ভগবান ॥ এবং বুঢ়াই ক দুঃখ টো ম বুঝে নি
 য়ে মৃগ; বকে রেখে বুকে রোমো সির ॥ এখন পোহেছি
 কাল; তমি মোর হয় কাল; কি করিবে এলো কাল
 জোর ॥ হান দেহি এম বাণ; শাহে হুবে বদমান; আ
 লমান হুবে তব মর ॥ কোথারে মলয়া পবন মদা ক
 র সমিরণ; মনেষণ করি আজ তোর ॥ দেখি মোর
 অসময়, বিরহাশ্রমে সদয়; ইয়ে করিতে যে সহায়
 তা ॥ পেয়ে তব সমিরণ, মোরে করিতে দাহ কান্ত
 ন দয়াহিনরে কোথা ॥ এখন করিলে হিত; কল পা
 বে সমচিত; না হইবে প্রবল আশ্রয় ॥ কোথা তরে ম
 মুকর, রাজা আশ্র পাবে কর; শয়কর একাফরে গুণ
 চর হয়ে চরো কোথা; নাই যে মেহ মমতা ॥ বেইমান
 অপমান হবি ॥ কোথারে ককিল কাল; জলায়েছে
 চিরকাল; সকাল বিকাল নাহি ভাবি ॥ কর আশ্র
 ত্বনি; অস্থির না হবে প্রাণ; অভিমানী হবে তব
 পর ॥ নাহি মোর সে সময়, ভুবন করেছি জর; প্রাণ
 নাথ এসে আতঃপর ॥ সকলে একতা হয়ে; বিরহাশ্র

১৭ জ্বালায়েত দিগে ছিলে দেখি বিরহিণী। তবে এ
 মো সবে মিলে, এরি গণে সুখ দেখিলে; সুখি হয়
 প্রতিশয় প্রাণী ॥ এরি কুণ্ডে হওকুম, জোদের শাস
 ন জন্য; তাই জাকি মান্যমান হলে ॥ আর হবে না
 পে বর; একেরারে কাম জর; ছেড়ে যাবে তোমা অ
 নুদলে ॥ ভগ্নিরথ বক্ৰ ঠামে, বক্ৰ মণিরে প্রণামে;
 শাপ দিলে রাজার নন্দনে। শাপ হলো বরভার, ছিল
 মা' সন্তিষ্ণাকার, নলমার হইল বচনে ॥ আমায় হই
 বেতাই স্বধাম পাল সবাই, কথিনাই করে মোরে দয়া।
 ছেনেছি সরার গুণ; যৌবন গৃহে মা গুণ; লাগাও তায়
 কাহয় মায়া ॥ মনবয় হলে পড়ে তেকে পদাশ্রিত ক
 রে; না তব্বের মস্তক উপর। নাহি দোষ তোমার দর
 মদ কপালের ক্ষেত্র; বিধি বাম ছিল পূর্বে মোর ॥
 তবে হইল সদয়, দয়া করি দয়াময়; ভর নাহি করি
 স্মার কারে। এখনি সদয় হবে; নিদয় ছিলো যে সবে
 রবে দুরে দখিয়ে আমারে ॥ এই মত ভৎসে ধনী
 পাইবো সাগর মনী; অনুমানি আপনি অন্তরে। বিলা
 দ হবার পূর্ক, জমতি ঘটায় নরকে; সেই মর্পে গরে
 তিরসারে ॥ প্রমাণ আছয় তার, দেখরে দক্ষ্য রাতা
 র; হাগ মুণ্ড হলো ভুমণ্ডলে। কুরে তিরসার করি

পাপ দিলো শুভকরী। কায় তরঙ্গি ভূতে যক্ খে
 লে ॥ নবে তিরফার করি, যাহু দ নিজ সুন্দরী, ভা
 বে আর হুতু হাঙ্গে ॥ শ্রীযুত শ্রীকণ্ঠকর, আপা যদি
 পুস্ত হয় ভবে কেবা থাকে উপাসে ॥ ১০
 ১১ অথ মনমথের মনোদুঃখ ॥ ১২
 ১৩ ধুয়া ॥ ঐদুঃখের মরি সদা আবাস এলো জলাধু
 ১৪ ভো প্রতিজ্ঞা পালন বিনে প্রবন হয় কিমতে ॥
 ১৫ বলে ধরে নিলে রতি, লজ্জাদিবে রঙ্গি বিজী,
 ১৬ কিসে যাবে এ দুঃগতি, চিন্তিত মনেতে ॥ ১৭
 ১৮ চতুঃপদী ॥ অকণ গমনেঃ আপন ভবনেঃ বিধু
 ১৯ গমনেঃ হইল জ্যেতি ॥ শরীরী বাড়য়ঃ শয়ন সগ
 ২০ য়ঃ জমে দেখ হয়ঃ নয়ন পাতি ॥ সকলে উত্তরেঃ শ
 ২১ য়ন মন্দিরেঃ দাসীর অঙ্গারেঃ ডাকে শয়নে ॥ শুনি
 ২২ বজ্রাঘাতেঃ জম্বারের মাথেঃ এমতি আঘাতেঃ পায়
 ২৩ বচনে ॥ ভাবে দুঃখ মনেঃ অভাগি জীবনেঃ সুখে প
 ২৪ গণেঃ কখন নাই ॥ হয় যে স্বরূপঃ ময়নার ৫ পঃ অর্গে
 ২৫ ত্তে বিকৃপঃ হেরি যে তাই ॥ সুখের কারণঃ করি অ
 ২৬ নুষণঃ পেয়ে নারীধনঃ না হলো ভোগ ॥ ফলিল না
 ২৭ ফলঃ শুমের সকলঃ সকলি বিফলঃ যে কৰ্ম ভোগ ॥
 ২৮ যারে বান বিধিঃ কি করে ঐযথীঃ মনেতে প্রবেশিঃ

সে যে কিবল । জাভে তার জন মানসে আপন, বল্ল
 ই কেশণ; অঙ্গে কইল ॥ একে হলো আর; কৈল অ
 দিকার; প্রতিজ্ঞা আবার; হৈলে ভঞ্জন । ভজিব যে
 তায়, হলেতে আশায়; বলি চলি যায়; মনোরঞ্জন
 শিশুকালে সুখি, ছিল বিধুমুখি; বিরহ জ্বালাকি; জাত
 না মনোণ তাহার গোরবে; পগকরে ভবে; এবে জাভে
 হব্যে বিরহ জনে ॥ আপনার পণ, আগনি পালন,
 করিবে যখন; ঘুচিবে জ্বালা; সাধ্য যে আশাতে; না
 হিক তাহাতে, পালন করিতে, প্রতিজ্ঞা হল ॥ আগ
 ইচ্ছায়, অকল ধরায়; পাতিয়ে তাহার; নাথে শোয়া
 বে । তবে তার সঙ্গে; ববেরতি রছে; যুড়াবে অনঙ্গে
 জালা নিবাবে ॥ এমন যে পণ, না শুনি কখন, কে
 নে পালন; হইবে ভাবি । বহু বত পণ, করে বহু জন;
 না দেখি এমন; যে অসম্ভাবি ॥ জনক রাজন; করে
 ছিল পণ; বিবাহ কারণ, দাজ্ঞানকির । তাকিবে যে
 জন; হরমতা ধনু; সীতা তারে দিনু; করিমু হির ॥ আ
 র এক জানি, দুপদী যে ধনী; পাণ্ডুর গৃহিনী; হইবে
 ছিল । দুপদ রাজন; লক্ষ ভেদি পণ; ভেদিবে যে জ
 ন; কন্যা অর্জিলে ॥ পালিল যে জন; দাইল সে ধন

অন্যের যতন বিফল হুইয়া ত্রাহিদেব পণপদ্বয়
তে পালন, পরে কন্যাধন, পরে সৌখিন্য ॥ আমার
কি ভাব? আগে নারী লাভ, পরে হবে ভাব; পালি
লে পণ । মুঞ্জরীর আত্মা গোপন প্রতিজ্ঞা, হইবেক
ভাঙ্গা, করি গোপণ ॥ কেমনে সে জন পাত্তিবে ব
লন? করাবে শয়ন; আমায় ভায়, না হবে বটন; অরি
বো দুজন; হানিবে মদন, বাণ একায় ॥ যদি পণ বি
নে; মুঞ্জরীর মনে; লই রতি ধনে, আপন বলে । ক
রিলে একাধ; ধনী দিবে লাজ, অপমান আত্ম, হই
বো হুঁলে ॥ আর ভাবি মনে; না পালিলে পণে; হয়
মর্ক জনে; নরকে রান । উভয় সমুদ্র; না হবে আটক
নায়ে যেন চট; অমুড়া বিনাশ ॥ না দেখি উপায়,
কেমনে এমায়; মানে রক্ষা পায়, ভাবি যে মনে । ক
বে হবে অনুজ্ঞা; বিধি দিবে জন; সূচিবে অন্ত
আশুত জনে ॥ বিনে স্ত্রী পতি; নাহি মোর গতি;
কে আর দুর্গতি; করিবে দূর । সেই বার অরি; দয়া
করি ছরি, দিলেন মুঞ্জরী, ধন প্রচুর ॥ করিবে যা
হয়, ভীনি বিশ্ব ময়; আছেন সদয়; অধিক করে । নি
ছে ভাবি বসি; হলো মহা নিশী, বিদু নেত্রে আনি;
পিড়িত করে ॥ শয়ন অন্তরে; বাইতে আমারে, হ

ইলোমিত্তরে, ডেকেছে নথী । ভাবিমনে ভাই, যদি
 নাহি যাই, অন্য পথেই, নাহিক দেখি ॥ মুক্তারী স
 মন্য একত্রে শয়ন, করিলে এখন, না কব কথা । রজা
 হলে গণ্য হইবে আলাপন, এখন শয়ন কেবল বুখা ॥
 এই ভাবি রাখা, ধিরেই যাম, আত্মন যথায়ঃ প্রাণ
 প্রিয়শীল বসু বলে শুনঃ রাজার নন্দনঃ ফেলে হেন
 ধনঃ পোনাভিলাষী ॥
 মনমথ মুক্তারীর লিখিত মনমথের শয়ন ॥
 দিব্যক্রিপদী । রাজার জামারে ডাকিঃ ভরস আশি
 যেমতীঃ সুখ শয়ন করয় পালকে । হাজি কোন দা
 মীঃ মুক্তারীর কাছে আসিঃ চিহ্নর বিনায় মনোরঞ্
 কেহ বাজয় বুঁচিঃ কেহ দেয় টিপ কালিঃ কটী তটে দে
 য কেহ বাসে ॥ বেশ ভূষা মথতনেঃ করে দিল নথী
 গণ্যঃ শুভজ্ঞায় রহে গৃহবাসে ॥ জমারী করিল না
 কঃ হেরে প্রতিপায় লাজবলে আজ মোর ফেরহলো
 বস্তিতে না পারি আরঃ বুঝ ইতে নজ্জা তারঃ মোণা
 য মোহাগা বিসাইলো । বুঝণে বৈকব হলেঃ গো
 সিংহ স্বর্কে বাকিলেঃ আদিক্তা বত হয় বুঝ । ত
 তোধিক অনুমানিঃ বুঝ ইতে সবজানিঃ তলনা না দে
 থিক্তি মাঝ ॥ স্বর্কের পালক পরিঃশয়ন করে সু

নারীঃ প্রাক্তা করি রহে সখীগণ। যোগায় তাহুল
 রাঃ কেহবা চন্দন চুয়াঃ কেহ করে চামর ব্যাজন ॥
 কেহবা দাবয়ে দেহঃ পদ ঘেরা করে কেহঃ কোনক
 নী রহে কর পুটে । ছেন কাবল মনমথঃ হস্তে অতি
 বিমাদিতঃ আইলেন রমণী নিকটে ॥ দেখিলেন মুন
 অর্জুনঃ প্রিয়শী যোরা শর্য্যাকঃ শুয়ে আছে কোণী
 চন্দ্র ঢাকি । কেমনে রাখিব পণঃ কেমনে করি শর
 নঃ নিবারণ পথ নাহি দেখি ॥ কত সত চাহি মনেঃ
 শরীঃ পদে পদে হস্তঃ প্রাক্তা চন্দন করয় ব্যাজন । যু
 বক সুবতী কোহেঃ ক্যন্তন হস্তে বিরহেঃ রহে কিছু ন
 ছে আলাপন ॥ সখীগণ থাকি সুখেঃ তাহুল যোগা
 য় সুখেঃ কেহ দেয় কণু র নবক । কেহ শুবা নিতবা
 রিঃ রায়ে দেয় তরাকরিঃ কেহ করে কোন্তক প্রসঙ্গ ॥
 কোন ধনী দেয় শুয়াঃ কেহবা চন্দন চুয়াঃ কলে বরে
 করেন লেপন । কেহবা জাড়া নে ধরেঃ কেহবা চামর
 করেঃ করে সবে সমনে ব্যাজন ॥ চন্দন পুয়ের মাশেঃ
 প্রফুল্ল তনু যাকাসেঃ রনে ভাসে উভয়ের মন । অমা
 রের কলেবরঃ কামে হৈল জ্বরঃ পঙ্কশর ছানিছে
 মদন ॥ সাদানল সমকায়ঃ দাহন হতেছে তারঃ যা
 য় পুনঃ প্রায়ঃ ধরে । সুবতী আহতি কাহেঃ কণেশবরে

কণে বাঁচেঃ আচ্ছঃ টেভরঃ সৰ্বেরাঃ অজ্ঞামের কালে
 ভাবেঃ ভাব্যঃ সনে থাকি ভাবেঃ কি লাভাবে রাধি
 য়ে প্রতিজ্ঞাঃ এখান যে যাই প্রাপ্তেঃ পাপে মন নাহি
 মানেঃ জীবনান্তঃ কে পালিবে স্বাভাঃ ॥ আশি আ
 কিলে থাকিবে নামঃ কে চায়রে পিতৃ কামঃ কামঃ
 নলে তনু জ্বলে স্বাঃ প্রণঃ চেতন হইলে ভাবেঃ প্রায়োজ
 ন নাহি ভাবেঃ রবেনাঃ হেন দায় ॥ দেখরে পাণ্ডে
 বিপত্তিঃ অরুণ্যে করিল গতিঃ পাশাঃ খেলি হারি রা
 য্যধনঃ না রহিলো হেন দিনঃ দিনমণি দিল দিনঃ
 অক অল করিলো নিধন ॥ দিবাকাছে নাগি ভিক্ষা
 প্রতিজ্ঞা করিবো রক্ষাঃ ভাচ্ নারী সঙ্গ না করিবো ৷
 কুল রাণ যে দুৰ্য্যকঃ যদি করে জীবনান্তঃ ভ্রান্তে তবু
 ফিরে না চাহিবো ॥ গতি হয়ে করে কৰ্মাঃ পালর
 সতীর ধর্মঃ আশি এ অধর্ম করি কিনে ৷ শ্রীকণ্ঠ
 জমারে কয়ঃ তোমার একর্ম নয়ঃ অজার কি
 মাধ্যঃ যব গেথে ॥

অথ মুক্তরীর হরিশে বিষাদ ৷

ধূয়া ॥ আত্ম আত্মার হরিশে বিষাদ ঘটনা ৷

অকুনাথ নিপাত ভাবিত ভাবনা ॥ সাদে সা

বিহীন মনঃ হিংস্র হৈছে বিনয়ী হৃদয় জীবিত
 মনে জীবনঃ এখন মগন। ১১৩ নমঃ সত্য : সত্য
 কাম মালীকা। অনমথ কতমত প্রকোষি
 অক্ষরে। সুজারী হইতে রহে স্তম্ভিত অক্ষরে। কলহ
 রসতি রক্ত ছার আরনারী। কামনাতে তনু অঙ্গে নি
 বাতে কি নারি। ১২ হৃদয় কলগে আছে প্রবোধের ব
 দ্বি। প্রজ্জলিত হৃদয়বহ্নি করিবো যে বারি। ১৩ কন্দপে
 র মর্গ চূর্থে আছে মোর শক্তি। বিনয় করিলে সঁদয়
 হবেন শক্তি। ১৪ অধু করে পিক বরে যদি করে বুনি
 করিবো তাদের মণ্ড দেখিবেন ধনী। বা মলয়া পবন
 যদি করে সমোরণ। তবে করিবেন সুজারীর স্বামীরণ
 অমত অনমথ বুঝায় মন করী। রুতি অনমণের ব কঠ
 রতা করি। ১৫ নয়ন মুদিয়ে ভাবে বিধাতার কপ। কেয়
 নের হিবো সারা নিশী এই কপ। ১৬ প্রতি হইবে ক
 যে ত্রিকাল সর্কারী। পদানত হয়ে রব আনিগো। স
 র্কারি। ১৭ শাপ হেত সর্কারী কহেন ফুলবাণে। অমারে
 বধোনা আর তন ফুলবাণে। ১৮ দেবীর আক্রায় আর
 না হানিল শর। ককিল ভুগুরা সবে কাস্ত কৈল স্বর
 সেই অবসরে ধীর অবসর পায়। নিদ্রাগত হলো ম
 ন রাথি বিধি পায়। ১৯ সুখী গণে গমনে নিজঃ মন্দি

রে। নিকটে রাখিছে যন্ত্র সহিত নন্দিরে ॥ পরে শু
ন বিবরণ সকৌতুক ভাষে। পতি এলো বনে সতী
সুখ নিরে ভাষে ॥ সরোবরে ধনী করে আপনি গো
পণ। বিষৃতি হইতে মনে করিলে গোপণ ॥ এখন
মানব লদা পতি সজ্জ করে। স্বামী তার পণ জানি রা
খিয়াছে করে ॥ দ্বারী দেখিছে কান্তে হৈল হর
ণিতে। বিবন্ধ যন্ত্রনা মানার ম। হরনীতে ॥ বাহিরে
করয় লাজ পণী ঢাকি বাসে। অন্তরে না সবে ব্যা
জ রতি ভাল বাসে ॥ শুধা উঠিছে মুখে যেন আ
ইসে বান। কুকু সন্তান দেহে হানিতেছে বাণ ॥ ক
লেরর জ্বর হইলো যেকানে। কল পাইলো তৎসে
ছিল যেমন কামে ॥ কতক্ষণে পতি মোর ধরিবেন
গলা ॥ তাঁর গলে দুব হবো মেল্লর রাণ গলা ॥ কত
ক্ষণে কবে কঁথা ধরি মোর কর। তাঁর করে কর রা
খি হবে কর ॥ মুখে না পারিবো বলিতে যেতে হই
নারী। সৎকেতে বুঝিবে নাথ ধম্য ধতে নারি ॥ মনে
করে এই বার বুঝি মোরে ধরে। রসে ভাষে রসিকা
দেহে আর না ধরে ॥ দিয়া ধুং করে যেন প্রজ্বলিত
চিত্তে। বন পোড়া মৃগী মত দহিতেছে চিত্তে ॥ ক
মেতে দেখিলো ধনী মনী না শুধায়। কান্ত হইল

অতি রাখিয়ে শুধায় ॥ অবিলম্বে বিলম্ব দেখিল অ
 তিশয় । রজনী হতেছে বৃদ্ধি সে কি অতিশয় ॥ নি
 শা নাথ যায় বুঝি নাথ ফেলি থাটে ॥ আশি থাট
 তে উদ্ভত তার কেবা থাটে ॥ অন্য নৈরাশ বুঝি হই
 লো মনে ভাবে ॥ নাথ কেন নাহিরণ আমার মনে ভা
 বে ॥ প্রেম শুধা খুধা বুঝি নাহি আজ কান্তে ॥ তাই
 কান্ত আছে মন মরে হলো কান্দে ॥ হুতাস গণিয়ে
 মনে ছাড়ে দিব্ব দ্বাস ॥ মৃত প্রায় হনো ধনী থালি
 ধনে দ্বাস ॥ থাকে কাকি আরে যেমন কাটা কৈ ॥
 ক হে আমার থাকে পতি কাষে হলো কৈ ॥ কখন
 বলন টানে কভু পাস করে ॥ রজ দেখে পতি মোর
 যদি পড়ে করে ॥ করে পড়ে ঠেকায় যে ধনী ॥
 অলঙ্কারে লাগি হম ধনি ॥ কভু হাঁচে কভু কাশে
 কভু হাই তলে ॥ দুজনে দিভাব সম্ভব কি সমাভলে
 চেফা করিল বহু ভলিতে গুণ করে ॥ টোপ দেখায়ে
 মানে যেমন গুণ করে ॥ নিদ্রা গত আছে রায় কি ক
 রে সে গুণে ॥ পড়ি ধনী কেবল হুতাস মনে গুণে ॥
 অহির। রাজবালা বিরহানলে জলে ॥ দাসে বলে নি
 বিবেনা সাহান্য এ জলে ॥

অঃ মুঞ্জরীর বিরহ ॥

ধূয়া । বিরহ আগুন হলোনি। নিশুণ আঁখারে
সাইনার যাতনা মরিরে ॥ ককিল করিছে
ধনিঃ মদন দাঁছে প্রাণীঃ মলয়ারি সমীরণে
প্রাণে বাঁচিয়েঃ কি হলোঃ হায়ঃ হায় জীবন
যায়রে ॥

ভনক ছন্দ ॥ আশার নৈরাশ ধনী জানিল নিশ্চয় হৈ
রজনী নাহিক আর শশী বুদ্ধি যায়রে ॥ কর্মালী
মনে রতিলইয়ে বিভুর রে । উভয়ে মেলানী মাশি
উভয় অন্তর রে ॥ মোরা উভয়ে থাকি কি করিলাম
হায় রে । বিফলে গেল বিভাবরী প্রাণে কি মম্ব হৈ
কুণ্ঠিত হইয়ে মুখমুদিত হইল রে । আহার নাহলো
পড়ে আহার রহিল রে ॥ বনঘের মত চিনি করিয়ে
বহনরে । না পেলেন আশাদন লোক তাম্ব যায়রে
গোয়াল হইয়ে কাঁজী হইল বাইতে রে । গুরাকার
নম যে গুরা হলো দেবিতে রে ॥ হায় বিধি নিদা
কণ কি কহিবো ভায়রে । দিলেধন অপহরণ কপা
লে যায়রে ॥ বড় সাদ ছিল আজ মিলন হইবে
সে আশা নৈরাশ হলো প্রাণ কি রহিবেরে ॥ বির

ছানালে জলে শায় নৌরা পরাণ রে । রতি বারি দি
 য়ে গতি না করে নির্ভাগ রে ॥ পর উপকারী বুঝি
 নহে রসময়রে । স্বকায্য পাড়িলে মাথে মনে এই ল
 য়রে ॥ পরের দুঃখ দেখিলে সুখের মানষরে । পর
 দুঃখে দুঃখি যেই নেইতো অনুব্য রে ॥ এই মাতৃ মা
 পুস করিছে মনে কতরে । নিদ্রা না আইলো নেত্র
 সুখ নিরে রতরে ॥ হেন কাগিন মলিন হলো শশ
 ধর রে । প্রভাত হইলো নিশী শশী শায় ঘররে ॥
 জমুদ মুদিত হলো রবীর উদয়রে । মনমথ দুঃখ যুত
 গায়েখান করিয়রে ॥ নয়নেতে দিয়ো বারিঃ বাড়ী
 মায়রে । কোন কন্মে নাহিনন পোনেতে ভাবায় রে
 বিমূর্ত্ত হইয়ে নভী অকিঞ্চন পায়রে । কন্মার তা
 নাহি জানে হায়ঃ হায়রে ॥ মন দেবার পূর্বে মন কে
 পারে আস্তে ॥ পরে না দিলে মন পরে পারে কি
 প্রাপ্তে ॥ কেহ কার নাহি জানে মনের বাসনারে
 দুঃনে দিভাবঅভাব মন্দজনারে ॥ এখানে যুগ্মরী উ
 দ্বিগুন শর্য্য হুতরে ॥ ধিরেঃ ধিরেঃ নানি ধরাতে
 হুতরে নাহিক পারে পদে নাহি বলরে । ভূমেতে
 পাড়িল বসে করি কি তা বলরে ॥ বিবহা গুণে দক্ষ
 হুয়েছে অতি সময়রে । কন্দর্পের বাণাঘাত প্রাণে না

হিসররে ॥ কখন লোটায়ে ভুমে কত উঠে দেনে
নয়নের নিরে সদা কলবর ভাষে ॥ সখী গণ আ
মিরে খুলিল গৃহ দ্বাররে ৷ দেখেধনী বসে আছে পা
গলিনী প্রায়রে ॥ শুধাইনে নাহি রহে কি হইলেক
তোয়রে ৷ কেন হেন বেশে বসে না কর উত্তর রে ॥
অকস্মাৎ বজ্রাঘাত কেন আজ দেখিরে ৷ স্বামীয়ে
গাইয়ে কাছে হয়েছে অশুধিরে ॥ বুঝি কথাস্তরে
তার সন কথাস্তরে ৷ না শুনালে বিবরণ দহে যে
অন্তরে ॥ শ্রীযুত শ্রীকণ্ঠ রায় সখীগণে করয়ে ৷ প
রে পারিবে আতে ঘটেছে যা উত্তর রে ॥

অথ সুগুরীকে সখী গণের সম্বোধন ।
ধুয়া ৷ বলহ রাজ বাল্য কি হলে তোমার ৷
অবস্য করিবে মোর ৷ এর প্রতিকার ৷
সয়ার ৷ অমঙ্গলি দুঃখ দেখি সকলে দুঃখি ৷
বলহ তবে বনে না কর বঞ্চিত ৷ প্রাণের সন্ধিন মো
রা প্রাণে ভাল বাসি ৷ দুঃখ পেল দূখ পাই তাই
তো সিজাসি ৷ আগাছের নিকটেতে না কর গোপ
ণা করিলে করিবে শাস্তি যুক্তিতে যেমন ৷ বিবাহ
হবার পূর্বে ছিলে গোথেদিত ৷ বিবাহ হাতনায় দ
হিত সদা চিত ৷ সে কাল নাহিক এবে হয়েছে বিবা

হু। তবে কেন দাহন করিছ যত্নে ৷ মনোমত পে
য়ে ধনধনে কি লয়না। নাহিক তাহার দোষ মনেতে
হয়না ॥ কিম্বা পরাধে অপরাধী হলো সে জন । কি
কারণে মান ভরে করিছো রোমন ॥ বিশেষীয়া রা
জ্য কল্য কর গো প্রচার । ইথে নাজ নাহি তব মতি
নী তোহ্মার ॥ শুনি ধনী মনে করিলো বিচার । না
কহিল অন্য এম কল্য প্রতিকার ॥ বিশেষ্যেতে কার্য
জিহি কহে পরস্পরে প্রদ্য অপেক্ষা করা উচিত যে
জামারে ॥ নাজ যদি রসময় কাহি কনকথা । কল্য
কহিবো তবে পেয়েছি যত কথ্য ॥ মনে বিচারিয়ে
মনে করিলো গোপন । অদ্যকার কথা নহে শুনমণী
গণ ॥ বারবার মোরে আরা না কর বিজ্ঞান । বিশে
ষ জানিয়ে অদ্য কল্য কর আশা ॥ শুবণে সন্ধিনী স
রে নিরব হইল । কেহ বা অঙ্গন দিয়ে নেত্র মুড়াইল
নান পূজা করি ধনী করিল তাহার । অনেকে জানি
ল কিহু মৌখক যে তার ॥ সর্বদা উদ্যম মন জা
নাতন কার্যে । না করিলে নব ভাই কৈল স্বাক্ষ নায়ে
কহার বাহিরে রহে বিদ্যাসিত হয়ে । কেমনে পালি
বে গণ উপায় না পেয়ে ॥ সর্বর অতিত হইল দেখি
য়ে নয়নে । স্বকার্য সাধন করি বসিল ভোজনে ॥

হৃদয়ে রহিলে চিত্ত সর্বদা অস্তিত্ব । আহাৰ নিদ্রা
 আর মৈথুনে বৈবন্ধ ॥ বনামাত্র সার তার না হলো
 ভোজন । উঠিল তখনি নায় করি অঁচমন ॥ মূখ
 প্রকাশন করি তাহুলাদি খায়া । অলস রাখিলে পরে
 ভ্রমনার্থে যায় ॥ বন্ধুগণে সঙ্গে করি কথন কথনে ।
 দিয়া অবসান কালে জাইল ভবনে ॥ পক্ষ গণে ভক্ত
 বরে করে সুবাহিত্তি । শশী আনিবে বলে আদিত্য
 করে গতি ॥ ভ্রমরে লইলো সুখে রহে কমলিনী ।
 চন্ডের উদয় দেখি ঘেরিল যামিনী ॥ জমারী জমা
 র দৌড়ে হৈল বিবাদিত ॥ দাজে বজে পুনঃ মনে
 বিলম্ব কিঞ্চিৎ ॥

অথ মুঞ্জরীর বিরহ প্রকাশ ॥

মুয়া । কি কপে নৈম সেই বিরহ যাতনা । কি আ
 হে ঔষধী কেমনে প্রবোধি মনে বলনা ॥ কা
 হে মোর থাকি পতি; দেখিল দুর্গতি; কিমে
 যাঁছে এ যুবতী; বলগো প্রাণে; প্রবোধিয়ে
 চিনে মনে; জ্বালা যাবে জ্বালা গণে; সে না
 দে বিবাদ এখন অমর্ষি মটনা ॥

জনক ত্রিপদী । শরন কাল; হইয়ে কাল; উগাহিত হস
 গো । সন্ধিনী গণে; শয়্যাকরণে; গৃহ মধ্যে গেল গো

কেহু নদীরে যাব জম্বারে, ডাকিতে বাহিরে গো। মৃ-
 গানন্দনে, প্রিয় বচনে বলে এসো। শূতে গো ॥ শুনি
 জম্বার। ভাবে আবির, বিপদ ঘণিল গো। ১ কি করি
 হায়, পরিশি বায়, না দেখি উপায় গো ॥ কোমর কা-
 রি, একলি হরি, হজো চির দিন গো। এক প্র দিন
 হলে এমিন, পারি যে থাকিতে গো ॥ কল্যের মত,
 বিবিরে রত, হইবা একান্তরে গো। তবেই তজ্জা, হইবে
 অস্ত্র, অচেতনের ব গো ॥ এই ভাবিলে বায় চলিয়ে,
 আলনার গৃহে গো। শয্যা উপরে, শয়ন করে, কা-
 স্তারে, না দেখি গো ॥ মন্য শয্যায়, রহে নিদ্রায়,
 নিকর বেগেতে গো। কিঞ্চিৎ পরে, জম্বারী ঘরে, আ-
 সিয়ে শুইলো গো ॥ দেখিল কান্তে, আছে নিশ্চিন্তে
 নাহি কল কথায় গো ॥ কাল্যের প্রায়, যে অতি প্রায়,
 আবহু মিলি হনো গো ॥ কেমনে বাঁচি, রতি অকটি
 নাথের হইলো খুলায়। কিবা এই দ্রব, বৈ ধনতজ, হই
 বে মিলি গো ॥ অচেতনায়, শুধাক ভাত, ফেলে
 উপদানি গো ॥ যাহ্ম যেন, আমি তো প্রাণে, বাঁচি
 নে একান্ত গো ॥ পেয়ে অবলা, বিরহ জ্বালা, ছাড়ে
 না কখন গো ॥ হং করিছে, প্রাণে দিহিছে, উচটন
 মন গো ॥ কাম জ্বালায়, জীবন যায়, করি কি উপা

হুগো । বাবণ চুনি; মদত জলি; নির্ঝাণ না হনো।
 গো ॥ দংশে ভুজছে, কুমল অধে; বিশেষ জ্বরং গো
 হয়ে কপির; নেত্রের বির; বরং বরে গো ॥ ভাছে ব
 মত, লইয়ে সামন্ত; পাসিতে আইলো গো । বিরহি
 নীরে; বধে বুকিরে; কর অতাবেতে গো ॥ করিয়ে দ
 গ; হানে কলপ; পঞ্চবাণ কায়ে গো । ককিঙ্গা মনী;
 করমধুনি; প্রানী যে অস্থির গো ॥ কুণ্ডলতরু নামে
 যে ভুজ করে গুণং গো । বলয় বায়ু; লইয়ে আয়ু;
 বধে ঘনে ঘন গো ॥ সকলে মিলে; বিরহি বলে; এ
 ক কালে দণ্ডে গো । বিরহানুল; হলে প্রবল; কে নি
 বাবে ভাবিগো ॥ নাথের আশ; হলো বৈরাগ্য; ভর
 না না দেখি গো । যত তুলসীধনী হৃদয়; তত করে
 উত্ত গো ॥ কভু ভুগে, কভু বসনে; টেনে ফেনে দ
 রে গো । কণেক উঠে, কণেক ছুটে; কণে পড়ে থা
 টে গো ॥ নহে যে স্থির; কল্মষ শরির; আলুখালু কে
 শ গো ॥ একগে ধনী, বধে রত্ননী; নিদ্রা না হইল গো
 নিশীর শেষ; দেখি বিশেষ থাকে স্থির ভাবে গো
 চিত্তয়ে কত, নিদ্রার মত; রহে রামা দণ্ডে গো ॥ এ
 যত কাল; ভোজি কললে; শশী অন্ত হলো গো । প্র
 ভাত দেখি; আইল লখী; উঠিল জমার গো ॥ গো